ফেব্রুয়ারি ২০২২ ■ বর্ষ ০৭ ■ সংখ্যা ২

বন্দর বার্তা

মেরিটাইম বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

২০২২ সাল
নতুনের আবাহনে পুনরুজ্জীবিত হবে সমুদ্রশিল্প

সাপ্লাই চেইনের স্থবিরতায় প্রবৃদ্ধি হারিয়েছে বিশ্ব অর্থনীতি: আইএমএফ

চট্টগ্রাম বন্দর ডিজিটাল সেবায় একধাপ এগিয়ে

দেশে জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনে সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রস্তাব

ফেব্রুয়ারি ২০২২
বর্ষ ০৭, সংখ্যা ০২

বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মেরিটাইম
বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

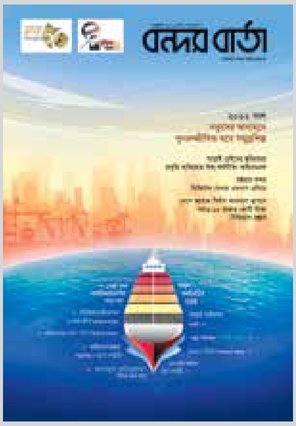

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান,
এনপিপি, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি

সম্পাদক
জাফর আলম

সম্পাদনা পর্ষদ
রম্য রহিম চৌধুরী
মো. মমিনুর রশিদ
মো. ওমর ফারুক
মাহবুব মোরশেদ চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
তাজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
বিপ্লব সরকার

নিয়মিত প্রদায়ক
এনামুল করিম
কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ
শরিফুল আলম শিমুল

প্রতিবেদক
ওমর ফারুক ইমন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মনির খান শিমুল

জনসংযোগ
মো. শফিউল আজম খান
এ এন এম ফারুক হোসেন চৌধুরী

আলোকচিত্রী
এস এম শামসুল হুদা

ডিজাইন ও ডিটিপি
তৌফিক আহমেদ
আবিদা হাফছা
মাহমুদ হোসেন প্রিন্স
মির্জা নাঈম অলিউল্লাহ্

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
হাবিবুর রহমান সুমন, আলেয়া ফেরদৌসী

প্রকাশক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর পক্ষে
কনটেন্ট পরিকল্পনা ও প্রণয়ন,
ডিজাইন, প্রকাশনা:

ENLIGHTEN | VIBES
বাড়ি ০৬, সড়ক ০৩, সেক্টর ০৫
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০২-৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দরভবন, ৩য় তলা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০৩১-২৫১০৮৬৯
ইমেইল: bandarbarta@gmail.com

সম্পাদকীয়

করোনা অভিঘাতের পর কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানো বিশ্ব অর্থনীতি চলতি বছর আবারও নিম্নমুখী হতে পারে

করোনা অতিমারির কারণে গত বছর বৈশ্বিক সমুদ্র পরিবহন খাতকে বেশকিছু চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছে। অতিমারির দাপটে ভয়ানক দুঃস্বপ্নের একটা বছর কেটেছে ২০২০ সালে। ২০২১ সালে চেষ্টা ছিল সেই দুঃস্বপ্নকে পেছনে ফেলে ঘুরে দাঁড়ানোর। নানামুখী সংকট থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে আশার আলো দেখা গেছে গত বছর জুড়ে। আবার অভিযোজন সক্ষমতার চিরন্তন রীতি মেনে যেকোনো সংকটই সেখান থেকে উত্তরণের পথ বাতলে দেয়। সেই ধারায় গত বছর আমরা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের বিষয়ে বেশকিছু নতুন ইতিবাচক আইডিয়া ও পদক্ষেপ দেখতে পেয়েছি।

২০২২ সাল মেরিটাইম খাতের জন্য কেমন যাবে, সেই বিষয়ে যেকোনো পূর্বাভাস দেওয়ার আগে জানতে হবে বৈশ্বিক অর্থনীতি ও বাণিজ্যের হালহকিকত। ২০২০ সালের সংকট কাটিয়ে ২০২১ সালে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানো বিশ্ব অর্থনীতি চলতি বছর আবারও নিম্নমুখী হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। সংস্থাটি পূর্বাভাস দিয়েছে, চলতি বছর বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াতে পারে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ। ২০২৩ সালে তা আরও কমে দাঁড়াতে পারে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ। কেন প্রবৃদ্ধির এই নিম্নগতি–এই প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা করেছে আইএমএফ। আর এক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়টি সামনে এসেছে, তা হলো নাছোড়বান্দা করোনাভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রনের আবির্ভাব। এই ধরনটি ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধে অনেক দেশই নানা বিধিনিষেধ জারি করেছিল। সেই সঙ্গে রয়েছে বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার সংকট এবং জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি। এ সবকিছু বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সমুদ্র পরিবহন খাতে নতুন এক যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি ৯৫২ টিইইউ কনটেইনার তৈরি পোশাক নিয়ে ইতালির উদ্দেশে চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি-৪ জেটি ছেড়ে যায় লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী জাহাজ এমভি সোঙ্গা চিতা। এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে সরাসরি কনটেইনার জাহাজ চলাচল। পোশাক রপ্তানি খাতে এই ঘটনা নতুন দিগ উন্মোচন করেছে। এই পথে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য ইউরোপ পৌঁছাতে সময় লাগবে মাত্র দুই সপ্তাহ, খরচ কমবে ৩০ শতাংশ।

জোর কদমে এগিয়ে চলেছে দেশের মেগা প্রজেক্টগুলোও। চলতি বছরের জুনে উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে পদ্মা সেতুর। মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্টেশনে পদ্মা সেতু হয়ে উঠবে দেশের মেরুদণ্ড। অন্যদিকে দেশের হিন্টারল্যান্ড কানেক্টিভিটিতে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখবে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মীয়মাণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব পাশের শিল্পাঞ্চল এবং পশ্চিম পাশে সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর ও মূল নগরীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী এই টানেলের নির্মাণকাজ চলতি বছরের ডিসেম্বর নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০২২ সালে কেমন হবে বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক মেরিটাইম খাতের গতিপ্রকৃতি, তার পূর্বাভাস নিয়েই সাজানো হয়েছে এবারের প্রধান রচনা।

ডিজিটাল দেশে পরিণত হওয়ার প্রত্যয়ে দ্রুতই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আর এই অগ্রগতির গর্বিত অংশীদার চট্টগ্রাম বন্দর। শতভাগ অটোমেশনের উদ্দেশ্যে ৫০টি মডিউল বাস্তবায়ন কাজ করছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। ই-জিপির মাধ্যমে বন্দরের ঠিকাদাররা তাদের টেন্ডার জমা দিচ্ছেন ও বন্দরের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছেন। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের বন্দর ব্যবহারকারীরা একই জায়গায় সকল সেবা পাচ্ছেন ও সকল সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন। গত ১ ডিসেম্বর থেকে স্বয়ংক্রিয় ডেলিভারি পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্যছাড়ে অনলাইন ডেলিভারি অর্ডার (ডিও) পদ্ধতি চালু করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষামূলকভাবে ছয়টি শিপিং লাইন এই পদ্ধতিতে কাজ করছে, সফলতা শেষে পরবর্তীতে সব শিপিং লাইনের জন্য এই পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করা হবে। অন্যান্য সার্ভিসগুলো নিয়ে সম্পূর্ণ অটোমেশন চালু হলে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা ও গতিশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। চট্টগ্রাম বন্দরের ডিজিটাল সেবা নিয়ে রয়েছে বিশেষ প্রতিবেদন।

প্রিয় পাঠক, আমরা চাই এ দেশের মেরিটাইম চর্চাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে। বৈচিত্র্যময় আঙ্গিকে, সমৃদ্ধ কলেবরে বন্দরবার্তার পথচলা বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতের বিকাশে আরও সহায়ক হবে–সেই প্রত্যাশা। সবাইকে শুভেচ্ছা।

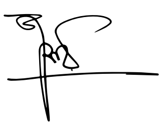

জাফর আলম
সম্পাদক

বন্দর বার্তা

এ সংখ্যায় থাকছে

০৪

নতুন বছরের শুরুতেই একটি বিষয় সবার আগ্রহের কেন্দ্রে থাকে-কেমন যাবে বছরটা। মেরিটাইম খাতেও এই আগ্রহের কমতি নেই। তবে করোনার ধরন পরিবর্তনের কারণে কোনো কিছু সম্পর্কেই আগেভাগে হিসাব করা যাচ্ছে না। তাই ২০২২ সালের পূর্বাভাস দেওয়াটাও বিশ্লেষকদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও বিদায়ী বছরের ট্রেন্ড দেখে নতুন বছরের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

সম্পাদকীয় ▪ ০২

মুখর বন্দর ▪ ১৯

- রিজিওনাল মেরিটাইম কানেক্টিভিটিতে নেতৃত্ব দেবে চট্টগ্রাম বন্দর: নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী
- বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর সশস্ত্র বাহিনীর জন্য একটি মাইলফলক হবে
- ঢাকার মতো চট্টগ্রামেও হবে মেট্রোরেল
- আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়ে রপ্তানি নীতির খসড়া অনুমোদন
- চকরিয়া থেকে মাতারবাড়ী রেললাইন নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই ও নকশা প্রণয়ন শেষ
- পণ্য পরিবহনে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন বাড়ানোর আহ্বান বিজিএমইএর
- পায়রা বন্দর ভবিষ্যতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে
- মোংলা-ঘষিয়াখালী আন্তর্জাতিক নৌরুট এখন 'বঙ্গবন্ধু ক্যানেল'
- পদ্মা সেতু আমাদের অহংকার ও মর্যাদার জায়গায় নিয়ে গেছে
- বার্থিং মনিটরিং সিস্টেমে তথ্য হালনাগাদে শিপিং এজেন্টদের চিঠিতে
- জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনে সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রস্তাব
- ফেব্রুয়ারি থেকে ইউরোপে সরাসরি পণ্য রপ্তানি শুরু
- তিন স্থলবন্দরের উন্নয়নে কাজ করতে চায় বিশ্বব্যাংক

খতিয়ান ▪ ২৩

বন্দরে কনটেইনার ওঠানামার তুলনামূলক মাসিক পরিসংখ্যান

বন্দর বিচিত্রা ▪ ১৭

বন্দর পরিচিতি: *পোর্ট অব নিউইয়র্ক অ্যান্ড নিউ জার্সি*
গ্রন্থ পরিচিতি: *চায়না'স মেরিটাইম সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি: দ্য ইভোলিউশন অব আ গ্রোয়িং সি পাওয়ার*
মেরিটাইম ফ্যাক্ট: *গ্যান্ট্রি ক্রেন*
মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব: *জিন ক্যাম্পবেল*
মেরিটাইম ইভেন্টস: *মেরিটাইম বিষয়ক নানা আয়োজনের সূচি*

আন্তর্জাতিক সংবাদ ▪ ১৩

- সাপ্লাই চেইনের স্থবিরতায় প্রবৃদ্ধি হারিয়েছে বিশ্ব অর্থনীতি: আইএমএফ
- সমুদ্রে জলদস্যুতা ২৮ বছরের সর্বনিম্নে
- দক্ষিণ কোরিয়াকে সরিয়ে জাহাজ নির্মাণ কার্যাদেশে শীর্ষে চীন
- কার্যকর হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুক্তবাণিজ্য চুক্তি আরসিইপি
- ব্যস্ততম ট্রান্সশিপমেন্ট হাব ও বাংকারিং পোর্ট সিঙ্গাপুর
- টনপ্রতি ২০০ ডলার কার্বন কর আরোপের প্রস্তাব গেটিং টু জিরো কোয়ালিশনের
- ভারতে নির্মাণ হচ্ছে বৃহৎ এলএনজি টার্মিনাল
- পণ্যজটে ৩২ কোটি ডলার বাড়তি খরচ হয়েছে রিটেইলারদের
- কনটেইনার পরিবহনে শিডিউল নির্ভরযোগ্যতা তলানিতে
- এশিয়ায় জলদস্যুতার হটস্পট সিঙ্গাপুর প্রণালি
- প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ১৩০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ টেনেছে ব্রিটিশ বন্দরগুলো
- কাতার ও অস্ট্রেলিয়াকে সরিয়ে এলএনজি রপ্তানিতে শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র
- রপ্তানি পণ্যের কনটেইনার গ্রহণ সীমিত করেছে ইয়ানতিয়ান
- গিনি উপসাগরে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের আহ্বান বিমকোর

১৯

২০২১ সালে ৩৯ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি

সদ্যসমাপ্ত বছরে নতুন মাইলফলকে পৌঁছেছে রপ্তানি খাত। ৩৯ বিলিয়ন ডলার (মোট ৩ হাজার ৯১৩ কোটি ৯৪ লাখ ডলার বা ৩৯ দশমিক ১৪ বিলিয়ন) পণ্য রপ্তানির তথ্য দিয়েছে ইপিবি। ক্যালেন্ডার ইয়ার হিসেবে এটি এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ।

করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই গেল ডিসেম্বরে রেকর্ড ৪৯১ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি

একক মাস হিসেবে দেশের ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ রপ্তানি

২০২০ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় এই আয় ৪৮% বেশি

২০২০ সালের তুলনায় রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ১৬.৪৬%

চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রথম ছয় মাসের সার্বিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধিও এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ বলছেন রপ্তানিকারকরা

বছরের শেষ ছয় মাসে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৪৭০ কোটি ডলারে

এ আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৬% বেশি

গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৮% বেশি

ইভি ইনফোগ্রাফিকস

১০

বিশেষ রচনা

চট্টগ্রাম বন্দর: ডিজিটাল সেবায় একধাপ এগিয়ে

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শতভাগ অটোমেশনের উদ্দেশে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। সর্বমোট ৫০টি মডিউল নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরকে শতভাগ ডিজিটাল করার কাজ চলছে। ই-জিপির মাধ্যমে বন্দরের ঠিকাদাররা তাদের টেন্ডার জমা দিচ্ছেন ও বন্দরের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছেন। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের বন্দর ব্যবহারকারীরা একই জায়গায় সকল সেবা পাচ্ছেন ও সকল সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন। অন্যান্য সার্ভিসগুলো নিয়ে সম্পূর্ণ অটোমেশন চালু হলে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা ও গতিশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

২১

মুখর বন্দর

জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনে সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রস্তাব

পটুয়াখালীতে পায়রা বন্দরের পাশে একটি আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণ কারখানা (শিপইয়ার্ড) করতে চায় সিঙ্গাপুর, নেদারল্যান্ডস ও অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক দুটি প্রতিষ্ঠান। জাহাজ নির্মাণ কারখানা তৈরিতে দুটি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে বাংলাদেশে ১৫৮ কোটি ডলার বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা দাঁড়ায় ১৩ হাজার ৪৩০ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠান দুটি হলো সিঙ্গাপুর ও অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক জেন্টিয়াম সলিউশন ও ডাচ প্রতিষ্ঠান ডামেন শিপইয়ার্ড গ্রুপ। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে এটিই হবে সর্বোচ্চ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই)।

২০২২ সাল
নতুনের আবাহনে পুনরুজ্জীবিত হবে সমুদ্রশিল্প

শরিফুল আলম শিমুল

মহামারির দুঃসময় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আরও একটি বছর কাটাল বৈশ্বিক সমুদ্র খাত। কখনো উত্তরণ, কখনো প্রতিবন্ধকতা—এমনটাই ছিল বিদায়ী বছরের চলার পথ। তবে এর মধ্যেও কিছু আশার আলো দেখা গেছে সমুদ্রশিল্পে। এই আলো অবলম্বন করে নতুন বছরে এগিয়ে যাবে মেরিটাইম খাত—এটাই প্রত্যাশা

আরও একটি বছরকে পেছনে ফেলেছি আমরা। অতিমারির এই সময়ে কোনো কিছুই তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারছে না। মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। থেমে থেমে চলছে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের চাকা। বিশেষ করে নভেল করোনাভাইরাসের বারবার রূপ পরিবর্তনের কারণে কোনো পরিকল্পনাই সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না।

নতুন বছরের শুরুতেই একটি বিষয় সবার আগ্রহের কেন্দ্রে থাকে—কেমন যাবে বছরটা। মেরিটাইম খাতেও এই আগ্রহের কমতি নেই। তবে সমস্যা হলো, করোনার ধরন পরিবর্তনের কারণে কোনো কিছু সম্পর্কেই আগেভাগে হিসাব করা যাচ্ছে না। তাই ২০২২ সালের পূর্বাভাস দেওয়াটাও বিশ্লেষকদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবুও কিছু আইডিয়া তো পেতে হবে। এ কারণে বিদায়ী বছরের ট্রেন্ড দেখে নতুন বছরের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা খুঁজে নেওয়া হচ্ছে। এগুলোর সবই যে দৃশ্যমান হবে, তা নয়। তবে কোনো একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে অগ্রসর হওয়ায় দোষের কী?

ফিরে দেখা ২০২১

করোনা মহামারির কারণে গত বছর বৈশ্বিক সমুদ্র পরিবহন খাতকে বেশকিছু চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জের রেশ ২০২২ সালেও থাকবে। নতুন বছরটা কেমন যাবে, সেই বিষয়ে ধারণা পেতে বিদায়ী বছরের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনায় চোখ বুলানো দরকার।

অতিমারির দাপটে ভয়ানক দুঃস্বপ্নের একটা বছর কেটেছে ২০২০ সালে। ২০২১ সাল ছিল সেই দুঃস্বপ্নকে পেছনে ফেলে ঘুরে দাঁড়ানোর বছর। সেই পুনরুত্থানের গতিটা খুব একটা মসৃণ না হলেও কিছু ক্ষেত্রে আশার আলো দেখা গেছে গত বছর। যেকোনো সংকটই অস্তিত্ব বিপন্নতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আবার অভিযোজন সক্ষমতার চিরন্তন রীতি মেনে এই সংকটই সেখান থেকে উত্তরণের পথ বাতলে দেয়। সেই ধারায় গত বছর আমরা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের বিষয়ে বেশকিছু নতুন ইতিবাচক আইডিয়া ও পদক্ষেপ দেখতে পেয়েছি।

করোনা মহামারি আমাদের নতুন করে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে। সমুদ্র পরিবহন ও গভীর সমুদ্র বায়ুবিদ্যুৎ খাতকে এখন আরও পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে ভাবতে হচ্ছে। নতুন যেসব জাহাজ নির্মাণ করা হবে, সেগুলোতে আধুনিক ব্যালাস্ট ওয়াটার ব্যবস্থাপনার মতো প্রযুক্তি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অবশ্য সব ক্ষেত্রে এই সবুজ রূপান্তর দেখতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। আঙ্কটাডের রিভিউ অব মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট অনুযায়ী ২০২১ সালে নতুন যেসব জাহাজ নির্মাণের কার্যাদেশ এসেছে, সেগুলোয় আধুনিক ইকো-ইঞ্জিনের কার্যাদেশ রয়েছে মাত্র ২৫ শতাংশ ক্ষেত্রে। আর জ্বালানিসাশ্রয়ী ব্যবস্থার কার্যাদেশ রয়েছে ১৫ শতাংশেরও কম।

এই যে মেরিটাইম ও অফশোর এনার্জি খাত নতুন সবুজ প্রযুক্তির ব্যবহারে পিছিয়ে রয়েছে, তার নেপথ্যে আর্থিক বিষয়টি বড় নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে। যেকোনো রূপান্তরেই ব্যয়ের অংকটি বেশ বড় হয়। সমুদ্রশিল্পে টেকসই পরিবর্তন আনতে হলে তাই আর্থিক প্রণোদনার বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে।

কেমন যাবে ২০২২

চলতি বছর মেরিটাইম খাতের জন্য কেমন যাবে, সেই বিষয়ে যেকোনো পূর্বাভাস দেওয়ার আগে জানতে হবে বৈশ্বিক অর্থনীতি ও বাণিজ্যের জন্য বছরটি কেমন যাবে। কারণ বিশ্ব অর্থনীতি ও বাণিজ্যের ওপর সমুদ্র পরিবহন খাত বহুলাংশে নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক গতিশীলতা না থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্যও মুখ থুবড়ে পড়ে। আর বাণিজ্য না থাকলে পণ্য পরিবহনের চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই কমে যাবে।

বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রাণভোমরা হলো ভোক্তাচাহিদা। অর্থনীতির অনেকগুলো সূচকের ইঙ্গিতবাহী এটি। যেমন ভোক্তাচাহিদা স্তিমিত থাকার অর্থ কয়েকটি হতে পারে। প্রথমত, কর্মসংস্থান কমে যাওয়া। মানুষের আয়ের উৎস না থাকলে মৌলিক চাহিদা বাদে অন্যান্য পণ্যের চাহিদা কমে যায়। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কা। একটি দেশ বা অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি নিম্নমুখী হলে নাগরিকরা ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং ব্যয় কমিয়ে দেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভোক্তাচাহিদায় ভাটা পড়ে। তৃতীয়ত, অতিরিক্ত মূল্যস্ফীতি। ভোগ্যপণ্যের দাম অতিরিক্ত বেড়ে গেলে মানুষ ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে

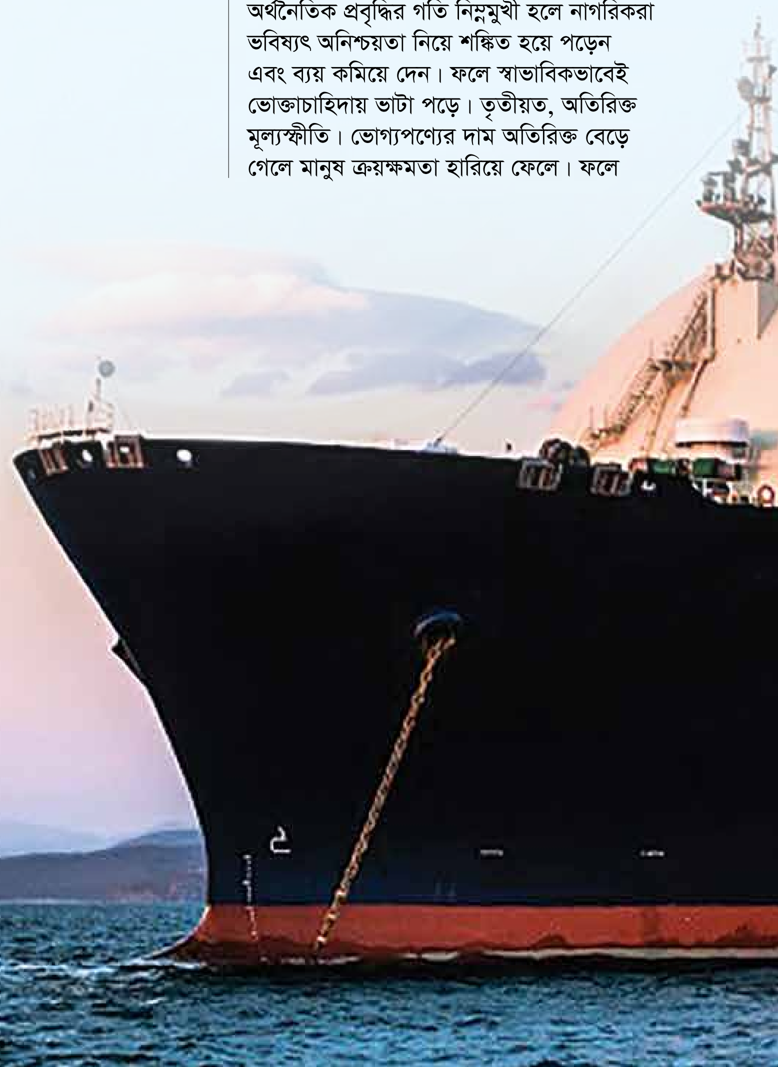

বাজারে ক্রেতা খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে।

ভোক্তাচাহিদার সংকোচন তাই অর্থনৈতিক সংকোচনের বড় নির্দেশক। ২০২০ সালে বিশ্বের বড় প্রায় সব অর্থনীতিরই সংকোচন হয়। আর এই সংকোচনের প্রধান কারণ ছিল নভেল করোনাভাইরাস। বৈশ্বিক এই মহামারি প্রতিরোধে বিশ্বজুড়ে আরোপ করা হয় লকডাউনের বিধিনিষেধ। ভ্রমণ, আথিতেয়তা থেকে শুরু করে উৎপাদন—অর্থনীতির প্রায় সব খাতেই নেমে আসে স্থবিরতা। মানুষ ঘরবন্দি হয়ে পড়ায় বাজারে চাহিদায় ব্যাপক ধস নামে। বছরের শেষের দিকে বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল হতে শুরু করায় পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে ভোক্তাচাহিদা। একই সঙ্গে গতি পায় অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া। তবে বছরের প্রথ মার্ধের ধাক্কা সামলে ওঠার জন্য যথেষ্ট ছিল না সেটি। ফলে পুরো বছরে মন্দার খড়্গ এড়াতে পারেনি অনেক দেশই।

সেই দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ২০২১ সালে অনেক দেশই ভালো করেছে। কিন্তু ২০২২ সালে বিশ্ব অর্থনীতি সেই গতি আবারও কিছুটা হারিয়ে ফেলবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)।

সংস্থাটি পূর্বাভাস দিয়েছে, চলতি বছর বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াতে পারে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ। ২০২৩ সালে তা আরও কমে দাঁড়াতে পারে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ।

বিশ্ব অর্থনীতির চালিকাশক্তি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। কিন্তু এই দুই পরাশক্তি কিছুটা খেই হারিয়ে ফেলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধির হার ২০২১ সালের ৫ দশমিক ৬ থেকে কমে দাঁড়াতে পারে ২০২২ সালে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ ও ২০২৩ সালে ২ দশমিক ৬ শতাংশ। ২০২০ সালে বড় অর্থনীতিগুলোর মধ্যে একমাত্র দেশ হিসেবে প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখা চীনের প্রবৃদ্ধিও গতি হারাতে শুরু করেছে। ২০২১ সালের ৮ দশমিক ১ থেকে কমে দেশটির প্রবৃদ্ধি ২০২২ সালে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ ও ২০২৩ সালে ৫ দশমিক ২ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। এছাড়া বড় দেশগুলোর মধ্যে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে ভারতের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াতে পারে ৯ শতাংশ, ২০২২-২৩ অর্থবছরে হতে পারে ৭ দশমিক ১ শতাংশ, পরের অর্থবছরে তা দাঁড়াতে পারে ৭ শতাংশে।

কেন প্রবৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে—এই প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা করেছে আইএমএফ। আর এক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়টি সামনে এসেছে, তা হলো নাছোড়বান্দা করোনাভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রনের আবির্ভাব। এই ধরনটি ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধে অনেক দেশ এরই মধ্যে বিধিনিষেধ জারি করেছে। সেই সঙ্গে বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার সংকট চলছেই। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি তো রয়েছেই। এ সবকিছু বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

আইএমএফ ধারণা করছে, এ বছর চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবধান কমে আসার মধ্য দিয়ে উচ্চমূল্যস্ফীতির ধারা কিছুটা প্রশমিত হবে।

সাপ্লাই চেইনের সংকট অব্যাহত থাকতে পারে

২০২১ সাল ছিল বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্য বিস্মরণযোগ্য একটি বছর। জাহাজজট, কনটেইনার-সংকটের কারণে পণ্য সরবরাহ ব্যাহত হয় মারাত্মকভাবে। আর সাপ্লাই চেইনের এই স্থবিরতায় গতি হারায় অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া। এই সংকট চলতি বছরও অব্যাহত থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পণ্য সরবরাহে বিলম্ব চাপ তৈরি করে ভোক্তাবাজারে। বন্দরে জাহাজ আটকে থাকায় পণ্য পরিবহনে ভাড়া যায় বেড়ে। আর এই বাড়তি ভাড়ার বোঝা শেষ পর্যন্ত টানতে হয়েছে ভোক্তাদের। লজিস্টিকস সার্ভিস প্রোভাইডার প্রজেক্ট ফরটি ফোরের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থবিরতার কারণে ২০২১ সালে রিটেইলারদের পরিবহন খরচ তো বেড়েছেই, এর পাশাপাশি পণ্যজটের কারণে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স হিসেবে বাড়তি প্রায় ৩২ কোটি ১০ লাখ ডলার গুনতে হয়েছে তাদের।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) বলছে, কোভিড-১৯ মহামারির প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে বেশ ভালোভাবেই ফিরে এসেছিল বিশ্ববাণিজ্য। কিন্তু সাপ্লাই চেইনের স্থবিরতার কারণে বাণিজ্যের সেই গতি ফের শ্লথ হয়েছে। গত বছরের শেষের দিকে ডব্লিউটিওর গুডস ট্রেড ব্যারোমিটার ১০০ পয়েন্টের বেজলাইনের নিচে নেমে যায়। এই পতনের কারণ হিসেবে সংস্থাটি বলছে, আমদানি চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় বছরের প্রথমার্ধে বন্দরগুলোর ওপর চাপ তৈরি হয়েছিল। এর ফলে বন্দরে তৈরি হওয়া জট বাণিজ্যে স্থবিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সমুদ্র পরিবহনে গুনতে হবে বাড়তি ভাড়া

২০২১ সালে সমুদ্র পরিবহন ব্যয় ছিল ঊর্ধ্বমুখী। এই প্রবণতা ২০২২ সালেও অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই ব্যয় বৃদ্ধির দুটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণটি আগেই উল্লেখ করা

হয়েছে—সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থবিরতা। দ্বিতীয় কারণটি হলো সবুজ জ্বালানিতে রূপান্তরের ব্যয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কার্বন নিঃসরণ কমানোর যে প্রচেষ্টা বিশ্বজুড়ে দেখা যাচ্ছে, তার কিছু খরচ রয়েছে। জ্বালানি রূপান্তরের ব্যয় সামাল দিতে জাহাজ কোম্পানি, নীতিনির্ধারক ও বিনিয়োগকারীদের রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে। আর বাড়তি ব্যয়ের চাপ গিয়ে পড়ছে জাহাজ ভাড়ায়। ফলে পণ্য পরিবহনের ব্যয়ও বেড়ে যাচ্ছে।

এখন পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ২০৫০ সাল নাগাদ নিঃসরণের মাত্রা ২০০৮ সালের মাত্রার অর্ধেকে নামিয়ে আনা। তবে গত নভেম্বরে কপ২৬ জলবায়ু সম্মেলনে ২০৫০ সাল নাগাদ শিপিং খাতে কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জনের আহ্বান জানানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রও এই আহ্বানকারী দেশের তালিকায় রয়েছে।

এই যে নতুন লক্ষ্যমাত্রা, সেটি অর্জনের পথ খুব একটা সহজ হবে না। কার্বন নিরপেক্ষ হওয়ার জন্য জ্বালানি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। গড়ে তুলতে হবে নতুন অবকাঠামো ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানির সরবরাহ ব্যবস্থা। বিশ্লেষকরা বলছেন, এসব কাজে ২ লাখ ৪০ হাজার কোটি ডলারের মতো বিনিয়োগ লাগবে। এর মধ্যে ৫০ হাজার কোটি ডলার লাগবে ২০৩০ সাল নাগাদ। এই বিপুল অর্থের সংস্থানের জন্য পণ্য পরিবহনের ভাড়া বেড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনে খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ব্যাহত হতে পারে বলে মনে করছে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সংস্থা আঙ্কটাড। বিশেষ করে সমুদ্র পরিবহনের ওপর নির্ভরশীল ছোট দেশগুলো এর কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে সংস্থাটি সতর্ক করেছে।

চট্টগ্রাম-ইতালি রুটে সরাসরি কনটেইনার জাহাজ চলাচলের উদ্বোধন করছেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান

বন্দরে পণ্য ফেলে রাখার প্রবণতা কমবে

লজিস্টিকস কোম্পানিগুলো এতদিন বন্দরগুলোকে সাশ্রয়ী স্টোরেজ এরিয়া হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। লকডাউন-পরবর্তী সময়ে ভোক্তাচাহিদা বেড়ে যাওয়ার ফলে দেশে দেশে পণ্য আমদানির হিড়িক পড়ে গেছে। এতে বন্দরগুলোর ওপরও চাপ তৈরি হয়েছে। আমদানি পণ্য হ্যান্ডলিংয়ে বন্দরগুলোর রীতিমতো হিমশিম খাওয়ার জোগাড়। বাড়তি চাপ সামাল দেওয়ার সক্ষমতা না থাকায় অনেক বন্দরেই পণ্যের পাহাড় জমে গেছে।

অন্যদিকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জোয়ারে বৈশ্বিক বাণিজ্যের ব্যাপকতা হঠাৎ করেই বেড়েছে। ফলে পণ্য পরিবহনে কনটেইনারের চাহিদা এখন আকাশচুম্বী। এ অবস্থায় বন্দরে কনটেইনার ফেলে রাখাটা রীতিমতো বিলাসিতার শামিল। অনেক বন্দর কর্তৃপক্ষ আবার স্থান সংকটের কারণে দীর্ঘদিন ধরে বন্দরে ফেলে রাখা কনটেইনারের ওপর বাড়তি ফি আরোপের মতো পদক্ষেপ নিয়েছে।

বন্দরে জট, কনটেইনার সংকটসহ আরও কিছু প্রভাবকের কারণে লজিস্টিকস কোম্পানিগুলো হয়তো আর বন্দরগুলোকে গুদাম হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ পাবে না। আর এই বিষয়টি তদারকির জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শরণাপন্ন হতে পারে।

লজিস্টিকস কোম্পানিগুলো এতদিন বন্দরগুলোকে সাশ্রয়ী স্টোরেজ এরিয়া হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে। তবে ২০২২ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই প্রবণতা কমবে

কোভিড টিকার সনদ নয়, গুরুত্ব পাবে পোর্ট কল অপটিমাইজেশন

গত দুই বছরে শিডিউল রিলায়েবিলিটি শিপিং খাতসংশ্লিষ্টদের জন্য বড় এক মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে জাহাজগুলোর শিডিউল মেনে চলার প্রবণতা ছিল ৮০ শতাংশের আশপাশে। তার পর থেকেই শিডিউল রিলায়েবিলিটির গ্রাফ নিম্নমুখী। বর্তমানে এটি কমতে কমতে ৩৫ শতাংশের কাছাকাছি চলে এসেছে।

এই অবস্থায় বন্দর এলাকায় জাহাজজট নিরসনে পোর্ট কল অপটিমাইজেশনের ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। জাহাজগুলোকে আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কখন পৌঁছালে সেটি বন্দরে ভিড়তে পারবে। জাহাজগুলোও সে অনুযায়ী যাত্রার সময়সূচি নির্ধারণ করে নিতে পারছে।

এর কিছু উপকারও রয়েছে। যেমন স্বাভাবিক সময়ে জাহাজগুলোর প্রবণতা থাকে যত দ্রুত সম্ভব এক বন্দরে পৌঁছে পণ্য খালাস করে অন্য বন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করা। এর জন্য জাহাজগুলোর চলার গতি অনেক বেশি রাখা হয়, যার ফলে জ্বালানি খরচ বেশি হয়। আর বেশি জ্বালানি পোড়ানোর অর্থ হলো পরিবেশের বেশি ক্ষতি হওয়া। পোর্ট কল অপটিমাইজেশনের ফলে বন্দরগুলো আগে থেকেই সময়সূচি জানিয়ে দেওয়ার ফলে জাহাজগুলোও সেই অনুযায়ী গতি নির্ধারণ করে নিতে পারে। গতি কিছুটা কম রাখার ফলে জ্বালানি সাশ্রয় হয় তাদের। একই সঙ্গে পরিবেশ দূষণও কিছুটা কম হয়।

ডিজিটালাইজেশন ও আইওটির ব্যবহার বাড়বে

বর্তমান যুগে কর্মপদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছে ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি)। কনটেইনার পরিবহনেও আইওটির ব্যবহার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন ভ্যাকসিনের মতো কিছু পণ্য রয়েছে, যেগুলো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা জরুরি। কনটেইনারে করে এসব পণ্য পরিবহনের সময় প্রতিনিয়ত তামপাত্রা পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন পড়ে, যা আইওটির মাধ্যমে সহজেই করা সম্ভব। মায়েরস্ক হোনাম, ইয়ানতিয়ান এক্সপ্রেসের মতো দানবাকার কনটেইনার জাহাজে এরই মধ্যে আইওটির ব্যবহার দেখা গেছে। ২০২২ সালে এই প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়তে পারে। রাসায়নিক ও জ্বালানি তেল নিঃসরণ, অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ইত্যাদি প্রতিরোধের মাধ্যমে জাহাজগুলোর চলাচল আরও নিরাপদ করে গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে আইওটি।

গভীর সাগরে তেল-গ্যাস উত্তোলন বাড়তে পারে

বর্তমান যুগে সুনীল অর্থনীতির ওপর বেশ জোর দেওয়া হচ্ছে। আর সুনীল অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ। এই সম্পদের মধ্যে তেল ও গ্যাস অন্যতম। আধুনিক বিশ্বে স্থলভাগে তেল-গ্যাস উত্তোলনের চেয়ে গভীর সমুদ্রে উত্তোলনের ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। চলতি বছর এই প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জ্বালানি তেলের দর ঊর্ধ্বমুখী থাকায় ২০২২ সালে উত্তোলন বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের তেল ও গ্যাস কোম্পানিগুলোর কর্মকর্তারা। সম্প্রতি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব ডালাস পরিচালিত এক জরিপে কর্মকর্তারা এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৪৯ শতাংশ নির্বাহী বলেছেন, ২০২২ সালে উত্তোলন বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। ১৫ শতাংশ বলেছেন, এ মুহূর্তে তাদের লক্ষ্য হলো উত্তোলনের বর্তমান মাত্রা ধরে রাখা।

যুক্তরাষ্ট্র যে গভীর সমুদ্র তেল ও গ্যাস উত্তোলন বাড়াবে, তা সাম্প্রতিক এক নিলামেই স্পষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি মেক্সিকো উপসাগরে বিশাল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত তেল ও গ্যাসক্ষেত্রের ইজারা নিলামের আয়োজন করা হয়। এই নিলাম থেকে ১৯ কোটি ১৬ লাখ ডলার রাজস্ব পেয়েছে সরকার। ২০১৪ সালের পর একক কোনো নিলামে তেল ও গ্যাসক্ষেত্র ইজারাবাবদ সরকারের রাজস্ব আয় এটাই সর্বোচ্চ।

যুক্তরাষ্ট্রের মতো তেল-গ্যাস উত্তোলনের তৎপরতা দেখা যেতে পারে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তেও। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে এই কর্মকাণ্ড।

পরিবেশবান্ধব সমুদ্রশিল্প ও নতুন প্রযুক্তি

২০২২ সালের ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম থিম নির্ধারণ করা হয়েছে 'পরিবেশবান্ধব সমুদ্র পরিবহন খাতের জন্য নতুন প্রযুক্তি'। এর অর্থ হলো, মেরিটাইম খাতের সর্বাত্মক টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য সবুজ জ্বালানিতে রূপান্তরের বিষয়টিকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়েছে বিশ্ববাসী।

গত বছরের ২৮ জুন-২ জুলাই অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের

চলতি বছর গভীর সমুদ্রে তেল-গ্যাস উত্তোলন বাড়তে পারে। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সুনীল অর্থনীতিকে কাজে লাগানোর এই প্রচেষ্টা দেখা যাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে

(আইএমও) ১২৫তম সেশনে এই প্রতিপাদ্য গৃহীত হয়। এর প্রস্তাবনা আনেন আইএমও মহাসচিব কিটাক লিম। প্রস্তাবনায় তিনি বলেন, এই প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে টেকসই মেরিটাইম খাত ও মহামারি-উত্তর সময়ে পরিবেশবান্ধব বিশ্ব গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা আরও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা সম্ভব হবে।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি), বিশেষ করে এসডিজি ১৩ ও ১৪-তে জলবায়ু পদক্ষেপ এবং সাগর ও সমুদ্রসম্পদের টেকসই ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। আইএমওর ২০২২ সালের প্রতিপাদ্যও এর সঙ্গে সংগতি রেখেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

কমতে পারে জাহাজ নির্মাণ কার্যাদেশ

গত বছর জাহাজ নির্মাণ কার্যাদেশে বেশ চাঙ্গাভাব দেখা গেছে। তবে চলতি বছর এতে কিছুটা ভাটা পড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব কোরিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালে জাহাজ নির্মাণের নতুন কার্যাদেশ কমতে পারে ১৫-২৩ শতাংশ। ব্যাংকের ওভারসিজ ইকোনমিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২১ সালে সমুদ্র পরিবহন খাতে জাহাজ ভাড়া তিন-চার গুণ বেড়েছিল, যা জাহাজ নির্মাণের কার্যাদেশ বেড়ে যাওয়ায় বড় ভূমিকা রেখেছে।

পরিবর্তন আসতে পারে ক্রু সিস্টেমে

গত বছর ক্রু পরিবর্তন ও শোর লিভের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে নাবিকদের। বিষয়টি নাবিকদের প্রসন্নতার সূচকে বেশ নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। মিশন টু সিফেরারের একটি জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনার কারণে ক্রুদের ভ্রমণ-সংক্রান্ত জটিলতা, জাহাজ ত্যাগ নিয়ে অনিশ্চয়তা ও শোর লিভের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা নাবিকদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। মহামারির কারণে জাহাজে জীবনযাত্রার প্রায় সব ক্ষেত্রেই নেতিবাচক পরিস্থিতি বাড়ছে। শিগগির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে পরিবর্তন আনতে না পারলে নাবিকদের মানসিক অবসাদ দূর করা কঠিন হয়ে পড়বে বলে প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়।

জাহাজের ক্রুরা সাধারণত ওয়ার্ক টাইম-ভিত্তিক শিডিউল অনুযায়ী কাজ করেন। যেমন মাসিক চুক্তি, ছয় মাস জাহাজে অবস্থান, এক অথবা দুই মাস শোর লিভে থাকা ইত্যাদি। মহামারির মধ্যে বিভিন্ন বন্দর কর্তৃপক্ষ ক্রু পরিবর্তনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যা সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তোলে। এই সংকট নিরসনে ২০২২ সালে ক্রু পরিবর্তন নিয়ে নতুন উদ্ভাবনী কিছু ভাবতে হবে খাতসংশ্লিষ্টদের। অন-বোর্ড শিপ ম্যানেজমেন্ট নিয়ে এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি মডিউল তৈরি হয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এসব মডিউল একেকটি স্ট্যান্ডার্ডে পরিণত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সামনের দিনগুলোয় ক্রু সিস্টেমে পরিবর্তন আসবে, সেটি এখনই বলে দেওয়া যায়।

এলএনজি বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধির গতি শ্লথ হতে পারে

উষ্ণায়ন প্রতিরোধে কয়লানির্ভরতা থেকে সরে আসার কারণে বিশ্বজুড়ে বাড়ছে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) ব্যবহার। স্বাভাবিকভাবে পণ্যটির বৈশ্বিক বাণিজ্যও ক্রমাগত বাড়ছে। এই প্রবণতা চলতি বছরও অব্যাহত থাকবে। অর্থাৎ ২০২২ সালেও এলএনজির বৈশ্বিক বাণিজ্য বাড়বে। তবে প্রবৃদ্ধির এই গতি ২০২১ সালের তুলনায় কিছুটা শ্লথ হতে পারে বলে ধারণা করছে ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি (আইইএ)।

সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে সংস্থাটি জানিয়েছে, গত বছর এশিয়ায় শক্তিশালী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের

ফলে এলএনজির বাণিজ্যে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু চলতি বছর প্রবৃদ্ধির হার কমে ৪ শতাংশে নামতে পারে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২১ সালে এশিয়ায় এলএনজির চাহিদা ছিল উর্ধ্বমুখী। তবে চলতি বছর চাহিদায় কিছুটা মন্দা যাবে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলোয় পণ্যটির আমদানি কমতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আইইএ।

২০২০ সালে এলএনজির বৈশ্বিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩৫ কোটি ৬০ লাখ টন। আইইএর প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০২১ সাল শেষে এই বাণিজ্যের পরিমাণ ৬ শতাংশ বেড়ে ৩৭ কোটি ৭০ লাখ টনে দাঁড়াতে পারে। তবে চলতি বছর প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা কমে এলএনজি বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ৩৯ কোটি ২০ লাখ টন।

জলদস্যুতা প্রতিরোধের গতিপথ জানা যাবে

সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর কাছে অন্যতম উদ্বেগের বিষয় হলো জলদস্যুতা। অবশ্য ২০২১ সালে বিশ্বজুড়ে সমুদ্রে জলদস্যুতা ও ডাকাতির ঘটনা ১৯৯৪ সালের পর সর্বনিম্নে নেমেছে। আইসিসি ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ব্যুরোর (আইএমবি) পাইরেসি রিপোর্টিং সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর জলদস্যুতা ও সশস্ত্র ডাকাতির মোট ১৩২টি ঘটনা ঘটেছে। ২০২০ সালে এ সংখ্যা ছিল ১৯৫টি। ২০১৯ সালে ছিল ১৬২টি।

গত কয়েক বছর জলদস্যুতা ও ডাকাতির ঘটনা বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ ছিল গিনি উপসাগরে দুষ্কৃতিকারীদের উৎপাত বৃদ্ধি। এছাড়া সিঙ্গাপুর প্রণালিতে জলদস্যুতা বেড়ে যাওয়াও অন্যতম কারণ ছিল। তবে গিনি উপসাগরে দুষ্কৃতিকারীদের উৎপাত কমে যাওয়ায় গত বছর সার্বিকভাবে জলদস্যুতা পরিস্থিতিতে উন্নতি হয়েছে।

জলদস্যুতা প্রতিরোধ সক্ষমতা বাড়াতে নাইজেরিয়ার বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্তত দুটি আন্তর্জাতিক মেরিটাইম ফোর্সের যুদ্ধজাহাজ মোতায়েনের কারণে গত বছর গিনি উপসাগরে জলদস্যুদের আক্রমণের প্রবণতা কিছুটা কম ছিল। জলদস্যুতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে গত মে মাসে বাল্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম কাউন্সিলের (বিমকো) উদ্যোগে গ্রহণ করা হয় গালফ অব গিনি ডিক্লারেশন অন সাপ্রেশন অব পাইরেসি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী অংশীজনের সংখ্যা বাড়ছে।

এই যে এত প্রচেষ্টা, তার সুফল কতটা টেকসই হবে, সেই গতিপথ নির্ধারণ করে দেবে ২০২২ সাল। বিমকো তো বলেই দিয়েছে, সমুদ্রে জলদস্যুতা প্রতিরোধ নিশ্চিত করার জন্য এই সময়টা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

তবে গিনি উপসাগরে সাফল্য দেখা গেলেও গলার কাঁটা হয়ে রয়েছে সিঙ্গাপুর প্রণালি। রিক্যাপ ইনফরমেশন শেয়ারিং সেন্টারের সতর্কবার্তা অনুযায়ী, সিঙ্গাপুর প্রণালিতে এখনো জলদস্যুদের আক্রমণের ঝুঁকি রয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, এখানকার হামলাগুলো প্রায় সময়ই প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। এ কারণে সিঙ্গাপুর প্রণালি পার হওয়ার সময় জাহাজগুলোকে সঙ্গে গার্ড রাখতে বলেছে রিক্যাপ। এছাড়া সেখানে কার্যক্রম পরিচালনাকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর নজরদারি আরও বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে তারা।

এগিয়ে যাওয়ার সময় বাংলাদেশের

গত বছর কনটেইনার-সংকট ও জাহাজজটের কারণে বিশ্বের শীর্ষ বন্দরগুলো টালমাটাল অবস্থায় থাকলেও চট্টগ্রাম বন্দর ছিল ব্যতিক্রম। বন্দর কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কনটেইনার ও জাহাজজট পরিস্থিতিতে অনেকটাই উন্নতি হয়। গত আগস্টে রটারডাম, অ্যান্টওয়ার্প, সিঙ্গাপুর ও পোর্ট ক্ল্যাংয়ের মতো বন্দরগুলো যেখানে জাহাজজটের কারণে বার্থিংয়ে ১০ দিন পর্যন্ত সময় নিয়েছিল, সেখানে চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনারবাহী জাহাজ একদিনের মধ্যেই বার্থিংয়ের সুযোগ পেয়েছে। এছাড়া তিনটি শিফটে পুরোদমে হ্যান্ডলিং চালু থাকায় জাহাজের টার্ন অ্যারাউন্ড সময়ও কমে এসেছে, যাকে করোনাকালীন পরিস্থিতিতেও সন্তোষজনক পরিস্থিতি হিসেবে অভিহিত করেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম।

করোনা মহামারির মধ্যে চীনের শীর্ষ বন্দরগুলোর কার্যক্রম কিছু সময়ের জন্য আংশিক অথবা পুরোপুরি বন্ধ ছিল। লকডাউনের বিধিনিষেধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশ্বের অন্য আরও অনেক বন্দর। তবে মহামারির পুরোটা সময়ে এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ থাকেনি চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা ও বন্দর কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দিনরাত ২৪ ঘণ্টাই সচল ছিল বন্দর। দেশের অর্থনীতিকে বৈশ্বিক মন্দার আঁচ থেকে সুরক্ষা দিতে বন্দরের এই আত্মনিবেদন অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে। চট্টগ্রাম বন্দরের এই গৌরব ২০২২ সালেও অটুট থাকবে বলে আশা করা যায়।

সমুদ্র পরিবহন খাতে নতুন এক যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি ৯৫২ টিইইউ কনটেইনার তৈরি পোশাক নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি-৪ জেটি ছেড়ে যায় লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী জাহাজ এমভি সোঙ্গা চিতা। এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে সরাসরি কনটেইনার জাহাজ চলাচল।

পোশাক রপ্তানি খাতে এই ঘটনা নতুন দিগ উন্মোচন করেছে। এই পথে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য ইউরোপ পৌঁছাতে সময় লাগবে মাত্র দুই সপ্তাহ, খরচ কমবে ৩০ শতাংশ।

চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ চলাচল শুরুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান বলেন, 'এই ধরনের সেবা দেশের পোশাকশিল্পের জন্য যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করল। আমরা এরই মধ্যে জাহাজটিকে বার্থিংয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছি, ভবিষ্যতেও দেব। অন্য শিপিং লাইন এই ধরনের সরাসরি সার্ভিস চালু করলে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করব।'

ইতালির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে সোঙ্গা চিতার জাহাজীকরণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও ইতালির রাষ্ট্রদূত। এ সময় ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি এই ঘটনাকে ইইউ দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বৃদ্ধির উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

বর্তমানে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের অন্যতম বৃহৎ গন্তব্য ইউরোপের দেশগুলোয় পণ্য পাঠানো হয় অন্য দেশের বন্দর ঘুরে। সেখানে বড় জাহাজের বুকিং পেতে অপেক্ষায় থাকতে হয়। এতে ইতালি পৌঁছাতে ৩০ দিনের কাছাকাছি সময় প্রয়োজন হয়। ফলে ক্রেতাদের হাতে পণ্য পৌঁছাতে দেরি হয়, খরচও বাড়ে। প্রতিযোগীদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ার এটি বড় কারণ। সরাসরি ইউরোপযাত্রা শুরু হলে সেই বাধা কমে এসে বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এমভি সোঙ্গা চিতার ইতালি যাত্রার মাধ্যমে যে সম্ভাবনার সূচনা হলো, চলতি বছর তা আরও বিকশিত হবে এবং আরও বেশি সংখ্যক পণ্য বাংলাদেশ থেকে সরাসরি ইউরোপে পাঠানো যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চলতি বছরের জুনে উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে পদ্মা সেতুর। দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কয়েক কোটি মানুষের স্বপ্নের এই সেতু যোগাযোগ

যোগাযোগ রক্ষা, নেভিগেশন, পোর্ট কল অপ্টিমাইজেশনের মতো কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়বে

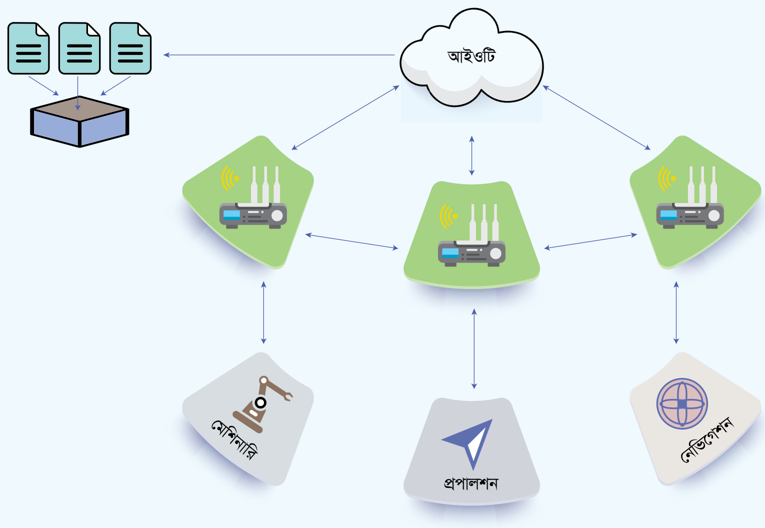

জাহাজ চলাচলে ঝুঁকি নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে ইন্টারনেটভিত্তিক বিভিন্ন প্রযুক্তি বা আইওটি

ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে প্রাচীনতম ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রাণভোমরা চট্টগ্রাম বন্দর। দক্ষিণের পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় রয়েছে দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর পায়রা। আর সুন্দরবনঘেঁষা দ্বিতীয় সমুদ্রবন্দর মোংলার অবস্থান দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে। এই তিন সমুদ্রবন্দরের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও দেশের অন্যান্য প্রান্তের সঙ্গে সমুদ্রবন্দরগুলোর সরাসরি সংযোগ স্থাপনে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে পদ্মা সেতু।

আধুনিক যুগে মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটি ছাড়া কোনো বন্দরই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্টের বিকাশেও প্রয়োজন বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্টেশনে পদ্মা সেতু হয়ে উঠবে দেশের মেরুদণ্ড। এশিয়ান হাইওয়ে ও ইউরো-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সিস্টেমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হবে এই সেতু।

বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, দেশের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ বা কমপক্ষে তিন কোটি মানুষ সরাসরি পদ্মা সেতুর মাধ্যমে উপকৃত হবে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) মতে, এই সেতু চালু হলে পণ্য পরিবহনে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে, যানবাহনের রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানি ও আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে। এডিবির হিসাব বলছে, পদ্মা সেতুর ফলে বাংলাদেশের জাতীয় জিডিপি ১ দশমিক ২ শতাংশ ও আঞ্চলিক জিডিপি ৩ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

অপর যে মেগা প্রকল্প দেশের হিন্টারল্যান্ড কানেক্টিভিটিতে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখবে, সেটি হলো কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মীয়মাণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব পাশের শিল্পাঞ্চল এবং পশ্চিম পাশে সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর ও মূল নগরীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী এই টানেলের নির্মাণকাজ চলতি বছরের ডিসেম্বর নাগাদ শেষ হওয়ার কথা।

মোট ৯ দশমিক ৩৯ কিলোমিটার দীর্ঘ দুই টিউবের এই টানেল চালুর বছরে ৬৩ লাখ গাড়ি এবং কক্সবাজারের গভীর সমুদ্রবন্দর ও অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো চালুর পর ২০৩০ সাল থেকে বছরে ১ কোটি ৩৯ লাখ গাড়ি চলাচল করতে পারবে বলে প্রাথমিক সমীক্ষায় ধারণা করা হয়েছে। এই ট্রাফিকের ৫০ শতাংশই হবে পণ্যবাহী গাড়ি।

কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়ীতে দেশের প্রথম যে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে, সেটিকে আঞ্চলিক ট্রান্সশিপমেন্ট হাব হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নেও বড় ভূমিকা রাখবে এই বন্দর। মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সংযোগ স্থাপনের জন্য চাই নির্বিঘ্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা। কর্ণফুলী টানেল এই যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি বাংলাদেশকে আঞ্চলিক হাইওয়ে নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে।

করোনা মহামারিকালে বিশ্ববাণিজ্যে যে মন্দা নেমে আসে, তার কারণে জাহাজের দাম ১০-১২ মিলিয়ন ডলার থেকে কমে ৫-৬ মিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। জাহাজের এই দাম কমে যাওয়া বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে হাজির হয়েছে। মহামারির মধ্যেও গত দুই বছরে দেশীয় পতাকাবাহী সমুদ্রগামী জাহাজের বহরে যুক্ত হয়েছে ৩২টি জাহাজ।

২০১৯ সালে দেশে সমুদ্রগামী জাহাজের সংখ্যা ছিল ৪৮টি। সেখান থেকে গত বছরের ডিসেম্বর নাগাদ জাহাজের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮০টিতে। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, সমুদ্র পরিবহন খাতে ৬ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অতিরিক্ত ৪০০ কোটি ডলার আয়ের সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে চলতি বছরও বাংলাদেশে সমুদ্রগামী জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়।

সদ্যবিদায়ী ২০২১ সালে প্রতিবেশী ভারতের জলসীমায় পাঁচটি জলদস্যুতাসহ এশিয়া মহাদেশে সাগরে মোট ৮১টি দস্যুতার ঘটনা ঘটেছে। তবে স্বস্তির খবর হলো, চট্টগ্রাম বন্দরের জলসীমায় গত বছর এমন কোনো দস্যুতার ঘটনা ঘটেনি। আন্তর্জাতিক সংগঠন রিক্যাপের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

২০২১ সালে কোনো দস্যুতার ঘটনা না ঘটায় চট্টগ্রাম বন্দরকে একটি নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য বন্দর হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। তাদের মতে, বিদেশে চট্টগ্রাম বন্দরের ভাবমূর্তি আরও বাড়ছে। ফলে বাংলাদেশমুখী জাহাজ পাঠাতে বিদেশিরা আরও আগ্রহী হবে।

২০১৯ সালে প্রথমবার চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙর দস্যুতামুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিল কর্তৃপক্ষ। এর ধারাবাহিকতায় গত বছর দ্বিতীয়বারের মতো বন্দরের ৫০ নটিক্যাল মাইলের বিশাল বহির্নোঙর এলাকা দস্যুমুক্ত থাকল।

চট্টগ্রাম বন্দরের এই সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছে রিক্যাপ। নজরদারি জোরদারও সাগরে টহল বাড়ানোর কারণে এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে বলে সংস্থাটি মনে করছে।

দেশের জলসীমার উপকূল থেকে সাগরের দিকে ১২ নটিক্যাল মাইল এলাকা পর্যন্ত নজরদারি করে কোস্ট গার্ড। আর ১২ নটিক্যাল মাইলের পর থেকে দেশের সমুদ্রসীমানা পর্যন্ত নজরদারির দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বাহিনী দুটি সর্বদা বাংলাদেশের সমুদ্র সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও সুরক্ষার জন্য সদাজাগ্রত রয়েছে। তাদের এই তৎপরতার কারণে ২০২২ সালেও চট্টগ্রাম বন্দরসীমা জলদস্যুতামুক্ত থাকার পূর্বাভাস দেওয়াই যায়।

উপসংহার

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ২০২০ সালটা বিশ্ব অর্থনীতি ও বৈশ্বিক মেরিটাইম খাতের জন্য বিষাদময় একটি বছর ছিল। ২০২১ সালে সেই দুঃসময় কাটিয়ে ফিরে আসার প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। তবে বছরের করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের কারণে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার গতি আবার থমকে যায়। সেই দুর্যোগ শেষে বিশ্ব যখন পুনরায় প্রাণ ফিরে পেতে শুরু করেছে, তখনই ফের ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের আঘাত। এমনই এক অনিশ্চয়তাকে সঙ্গে করে ২০২২ সালের সূচনা।

মহামারির কারণে বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ক্রুজ লাইনারগুলোকেও গুনতে হয় মোটা অংকের লোকসান। তাই ২০২২ সালে করোনার কারণে আর স্থবিরতা চায় না মেরিটাইম খাত। তবে এর জন্য ভাইরাসটির সংক্রমণ ও ধরন পরিবর্তন প্রতিহত করতে হবে। তা না হলে আগের দুই বছরের চেয়ে পরিস্থিতির খুব বেশি আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন দেখা যাবে না।

শরিফুল আলম শিমুল
প্রদায়ক, বন্দরবার্তা

চট্টগ্রাম বন্দর

ডিজিটাল সেবায় একধাপ এগিয়ে

মোহাম্মদ ইরফান খাঁন

‘ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন, উপকৃত সকল জনগণ’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আর এই অগ্রগতির গর্বিত অংশীদার চট্টগ্রাম বন্দর। বাংলাদেশের মোট আমদানি-রপ্তানি পণ্যের প্রায় ৯২ শতাংশ পণ্য পরিবহন হয় দেশের প্রধান এই সমুদ্রবন্দর দিয়ে। দেশের বাণিজ্যের স্বর্ণদ্বারখ্যাত এই বন্দর দীর্ঘদিন পর্যন্ত সমুদ্র পরিবহন সচল রাখার গুরু দায়িত্ব একাই পালন করছে। বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ডিজিটাল কার্যক্রম ছাড়া সমাজ তথা দেশের উন্নয়ন সাধন সম্ভব নয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন ‘সোনার বাংলা’ ও তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ার প্রত্যয়ে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শতভাগ অটোমেশনের বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

৫০টি মডিউল তৈরির মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরকে শতভাগ ডিজিটালাইজ করার কাজ চলছে। ইতোমধ্যে বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট, আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা ডিজিটাইলাইজেশনের সুফল পেতে শুরু করেছেন। ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার, ডিজিটাল গেট ফি, ভিটিএমআইএস, সিটিএমএস, ডিজিটাল এক্সেস কন্ট্রোল, ডিজিটাল পেমেন্ট, অনলাইন ভেসেল বিলিং সিস্টেম, অনলাইন শিপিং এজেন্ট বিলিং সিস্টেম, অনলাইন বার্থিং সিস্টেম, পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএমআইএস), হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এইচএমএস), ডিফারেন্সিয়াল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (ডিজিপিএস), ট্রেনিং সিম্যুলেটর, ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম, অনলাইন রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম, ক্রুঅ্যান্ড ভেসেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ফিক্সড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, জিসিবি, পানগাঁও ও ঢাকা আইসিডির কর্মকাণ্ডের কম্পিউটারাইজেশন, লিভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমসহ বিভিন্ন ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে আধুনিকায়ন এবং দ্রুত ও সহজে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে দ্রুতগতিতে কাজ চলছে। এরই অংশ হিসেবে বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের নিয়োগপ্রার্থীরা ঘরে বসে বিভিন্ন পদে নিয়োগের আবেদন করছেন এবং পরীক্ষার আগে অনলাইন থেকেই তাদের পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছেন। ই-জিপির মাধ্যমে বন্দরের ঠিকাদাররা তাদের টেন্ডার জমা দিচ্ছেন ও বন্দরের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছেন। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের বন্দর ব্যবহারকারীরা একই জায়গায় সকল সেবা ও সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন। অন্যান্য সার্ভিস নিয়ে সম্পূর্ণ অটোমেশন চালু হলে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা ও গতিশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

গত ১ ডিসেম্বর, ২০২১ থেকে স্বয়ংক্রিয় ডেলিভারি পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম বন্দর বিশেষ প্রতিনিধি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য ছাড়ে অনলাইন ডেলিভারি অর্ডার (ডিও) পদ্ধতি চালু করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেলিভারি পদ্ধতি চালু হচ্ছে। ১ ডিসেম্বর থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ছয়টি শিপিং লাইন এই পদ্ধতিতে কাজ করছে, ক্রমান্বয়ে সব শিপিং লাইনের জন্য এই পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করা হবে।

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য ছাড়ের ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতি অর্থাৎ ডকুমেন্ট নিয়ে সরাসরি গিয়ে আবেদন এবং অনুমতি নিতে হতো। এতে প্রচুর সময়ক্ষেপণ হতো, ভোগান্তি হতো। বিশেষ করে সাপ্তাহিক বন্ধের দিন কিংবা অফিস সময়ের পর এই ডেলিভারি অর্ডার নিতে বড় জটিলতায় পড়তে হতো। নতুন এই পদ্ধতি চালু হলে পুরনো পদ্ধতির অবসান হবে। ভুয়া স্বাক্ষর দিয়ে কাগজপত্র জাল করে বন্দর থেকে পণ্য ছাড় নেওয়া বন্ধ হবে; একই সাথে পণ্যছাড়ের অনুমতি পেতে সময়ও সাশ্রয় হবে।

বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সেবাসমূহ

অনলাইন ভেসেল বিলিং সিস্টেম

- ভেসেল বিল আদায় সহজীকরণ হয়েছে।
- ভেসেল বিলিংয়ের তথ্য দেশে-বিদেশে অনলাইনে পাঠানো যাচ্ছে।
- অনলাইন বিল সম্পর্কে আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করা যাচ্ছে।
- ভেসেলের বিল আদায়ে সময় কমছে।

- বিল আদায়ে জটিলতা হ্রাস পেয়েছে।
- চবকের রাজস্ব দ্রুততার সাথে আদায় করা যাচ্ছে।

অনলাইন শিপিং এজেন্ট বিলিং সিস্টেম

- কনটেইনার বিলিং সহজ হয়েছে।
- কনটেইনার বিলিংয়ের তথ্য শিপিং এজেন্টদের অনলাইনে পাঠানো যাচ্ছে।
- বিল সম্পর্কে যেকোনো আপত্তি উত্থাপন ও নিষ্পত্তি করা যাচ্ছে।
- বিল আদায়ে সময় কমেছে।
- চবকের রাজস্ব দ্রুততার সাথে আদায় করা যাচ্ছে।

অনলাইন বার্থিং সিস্টেম

- বার্থিং প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ হয়েছে।
- বহির্নোঙরে জাহাজ আসার পর বন্দর সহজেই জানতে পারছে।
- কখন, কোন বার্থে জাহাজটি ভিড়বে তা নির্ধারণ করা যাচ্ছে।
- বন্দরের পাইলট জাহাজে ওঠার সময় নির্ধারণ করা যাচ্ছে।
- গতানুগতিক বার্থিং মিটিংয়ের সময় কমেছে।
- পরবর্তী দিনের বার্থিং শিডিউলের পূর্বপরিকল্পনা করা যাচ্ছে।

ভেহিকল কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ভিসিএমএস)

- জেটি এলাকায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে।
- ভেহিকলের অটো শিডিউলিং করা যাচ্ছে।
- পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে বিল আদায় করা যাচ্ছে।
- কিপ ডাউনের তথ্য অনলাইনে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের এসএমএসের মাধ্যমে জানানো যাচ্ছে।

হাউস এলটমেন্ট সিস্টেম

- অনলাইনে বাসা বরাদ্দের আবেদন করা যাবে।
- বাসা বরাদ্দের প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে।
- বাসা বরাদ্দে সময় কম লাগছে।
- বরাদ্দের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হচ্ছে।
- বন্দর প্রশাসনের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার

- সকল স্টেকহোল্ডারের সাথে বন্দরকে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- বিবিধ তথ্য, নথি এবং অর্থের দ্রুত আদান-প্রদান করা যাচ্ছে ।
- অনলাইনে কাস্টমসের বকেয়ার তথ্য জানা যাচ্ছে।
- কনটেইনার ও জাহাজের যাবতীয় বিলসহ অন্যান্য বিল পরিশোধ করা যাচ্ছে।
- পোর্ট ট্রেড অটোমেশন সিস্টেমের সিঙ্গেল ইলেকট্রনিক উইন্ডো ব্যবহারের মাধ্যমে সেবাসমূহ নিশ্চিত হচ্ছে।
- কাস্টমসের অ্যাসাইকুডা সিস্টেমের সাথে কানেক্টিভিটি স্থাপন করা হয়েছে।
- কাস্টমস কর্তৃক পণ্যছাড়ের তথ্য অনলাইনে পাঠানো সম্পন্ন হচ্ছে।
- অনলাইনে চবকের চার্জ আদায়ের ব্যবস্থা হয়েছে।
- কনটেইনারের যাবতীয় তথ্য বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ হয়েছে।

কনটেইনার টার্মিনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিটিএমএস)

- স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কনটেইনার অপারেশন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।
- এ পদ্ধতিতে বন্দরে আগত ও নির্গত কনটেইনার পরিকল্পিতভাবে জাহাজ থেকে লোড-আনলোড, ইয়ার্ডে স্থানান্তর, স্ট্যাকিং, ট্র্যাকিং, ডেলিভারি গেট কন্ট্রোল ও অনলাইন বিলিং সম্পাদনের মাধ্যমে পরিচালনা করা যাচ্ছে।
- বন্দরে জাহাজ আগমন-নির্গমণের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বার্থিংয়ের সময়সূচি এবং বার্থ বরাদ্দ নির্ধারণ করা যাচ্ছে।
- আমদানির ক্ষেত্রে জাহাজের প্রোফাইল স্টোরেজ প্ল্যান এবং শুল্ক বিভাগ থেকে আইজিএম ইডিআইয়ের মাধ্যমে বন্দরের কাছে প্রেরণ করা যাচ্ছে।
- রপ্তানির ক্ষেত্রে এক্সেল-ইডিআই এর মাধ্যমে প্রি-অ্যাডভাইস অনলাইনে গ্রহণ করে সিটিএমএস প্রক্রিয়াকরণ হয়েছে।
- কনটেইনার হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট অপারেটর, ইয়ার্ড সুপাভাইজর ও জাহাজের হ্যাজ ক্লার্ক, ভেহিকল, মাউন্ট টার্মিনাল ও হ্যান্ড হেল্ড টার্মিনালের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অনুযায়ী কনটেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রম সম্পাদন করা যাচ্ছে।
- কনটেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতিসমূহের অনেক অপচয় ঘণ্টা কমে গিয়ে এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- জাহাজের গড় অবস্থানকাল (টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম) কমে বার্থ প্রডাক্টিভিটি ও বার্থ অকাপেন্সি সর্বোত্তম মাত্রায় রয়েছে, ফলে আমদানিকারকদের জাহাজের অবস্থান ব্যয় হ্রাস ও আর্থিক সাশ্রয় হচ্ছে।

গ্রিভ্যান্স রিড্রেস সিস্টেম

- প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা আরও স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে বন্দরের ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম।

ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস)

- ভিটিএমআইএস সিস্টেমে সন্নিবেশিত হয়েছে ৪টি শক্তিশালী রাডার, ৮টি ইনফ্রারেড ডে নাইট ক্যামেরা, এআইএস, ভিএইচএফ ইত্যাদি।
- কর্ণফুলী নদী শাহ্ আমানত ব্রিজ থেকে সমুদ্রের দিকে ২০ নটিকেল মাইল পর্যন্ত এলাকা এ প্রযুক্তির আওতাভুক্ত হয়েছে।
- চট্টগ্রাম বন্দরের নৌচলাচল পরিচালনা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছে।
- জাহাজ পরিচালনায় নিয়োজিত পাইলটদের নিরাপদ নেভিগেশন বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান সম্ভব হচ্ছে।
- সর্বোপরি পাইরেসি নিয়ন্ত্রণে আরও নির্ভরযোগ্য এবং তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভবপর হয়েছে।

পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএমআইএস)

- চট্টগ্রাম বন্দর সংশ্লিষ্ট জনশক্তির সকল ব্যক্তিগণ ও প্রশাসনিক তথ্য-উপাত্ত জমা রাখা ও সেগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা যাচ্ছে।
- বন্দর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাসিক বেতন এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড

বন্দর ব্যবহারকারীদের সুবিধা ও আমদানি বাণিজ্য গতিশীল করতে বন্দর কর্তৃপক্ষ ২০০৫ সালে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করে। যেখানে পণ্য খালাস সহ যে কোনো সমস্যা দেখা দিলে সমাধান মিলছে হাতের কাছেই। তিন চার ঘণ্টার কাজ হয়ে যাচ্ছে ৫ মিনিটেই

কর্ণফুলী নদী শাহ আমানত ব্রিজ থেকে সমুদ্রের দিকে ২০ নটিকেল মাইল পর্যন্ত এলাকায় নিরাপদ নেভিগেশন বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান সম্ভব হচ্ছে ভিটিএমআইএসের কারণে

(জিপিএফ-সিপিএফ), হাউস বিল্ডিং লোন ডেটাবেজে সংরক্ষণ হচ্ছে।

হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এইচএমএস)

- চবক হাসপাতালে দৈনন্দিন কার্যক্রম ডেটাবেজভুক্ত করায় আউটডোর বা ইনডোর চিকিৎসা গ্রহণকারী রোগীর সংখ্যা, প্রতিদিন হাসপাতাল থেকে রোগীদের দেওয়া ওষুধের পরিমাণসহ বিস্তারিত তথ্যাদি জানা সম্ভব হচ্ছে।
- চিকিৎসা-সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত থাকায় এবং রোগীর পূর্বকার রেকর্ড দেখে চিকিৎসা দেওয়ার ফলে হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার উন্নতি হচ্ছে।

ডিফারেন্সিয়াল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (ডিজিপিএস)

- সার্ভে কাজে নিখুঁত তথ্যের জন্য ২০০২ সাল থেকে হাইড্রোগ্রাফি বিভাগে ডিজিপিএস সংযোজন।
- সকল আবহাওয়ায় সার্ভেযোগ্য এবং ২৪ ঘণ্টা অপারেশনযোগ্য।
- ওয়াইড রেঞ্জে ব্যবহারযোগ্য।
- আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে সকল হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভের কাজ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পাদন।
- জরিপ চার্ট ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকাশ।

জিসিবি, পানগাঁও ও ঢাকা আইসিডির কর্মকাণ্ডের কম্পিউটারাইজেশন

- পানগাঁও আইসিটির কনটেইনার ধারণক্ষমতা ১ দশমিক ৮৯ লাখ টিইইউ।
- এই টার্মিনালে কম্পিউটারাইজড ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- পণ্য খালাসের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে অনলাইনে তথ্য আদান-প্রদান হচ্ছে।
- ঢাকা আইসিডি ও চট্টগ্রামের জিসিবিতেও কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু হয়েছে।

ট্রেনিং সিম্যুলেটর

- কনটেইনার হ্যান্ডলিং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর ইকুইপমেন্ট সিম্যুলেটর স্থাপন হয়েছে।
- এটি শক্তিশালী কম্পিউটারচালিত ট্রেনিং সুবিধা চালু হয়েছে।
- সিম্যুলেটরের মাধ্যমে শিপ টু শোর গ্যান্ট্রি ক্রেনের ওপর পরিচালনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাবে।
- বাস্তব ইকুইপমেন্টের তুলনায় ৭৫ শতাংশ কম খরচ।
- কম সময়ে দক্ষ জনশক্তি গড়তে সিম্যুলেটরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চবক অটোমেশন সার্ভিস

- চট্টগ্রাম বন্দরের সার্বিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করার লক্ষ্যে অটোমেশন সার্ভিস চালুর প্রক্রিয়া চলমান।

ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম

- চট্টগ্রাম বন্দরের সকল প্রকার বিলিং কার্যক্রম পরিচালনা এবং আয়-ব্যয় হিসাব সংরক্ষণ করা যাবে।

অনলাইন রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম

- চট্টগ্রাম বন্দরের সকল শ্রেণির পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করা যাচ্ছে।

লিভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

- বন্দর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সকল প্রকার ছুটির আবেদন ও মঞ্জুর প্রক্রিয়া সহজভাবে সম্পাদন করা যাবে।

বাজেট মনিটরিং সিস্টেম

- চট্টগ্রাম বন্দরের সকল প্রকার ব্যয়ের খাতওয়ারি বার্ষিক বরাদ্দসাপেক্ষে আর্থিক অনুমোদন ও ব্যবস্থাপনা করা যাবে।

ক্রু অ্যান্ড ভেসেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

- চট্টগ্রাম বন্দরের অভ্যন্তরীণ জাহাজ এবং জাহাজে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ।

ফিক্সড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

- চট্টগ্রাম বন্দরের সকল প্রকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের বিবরণী ও হিসাব সংরক্ষণ করা যাবে।

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ভিশন ২০২১', 'ভিশন ২০৪১' এবং শতবর্ষ-মেয়াদি 'বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' গ্রহণ করেছেন। জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০' অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা এসব মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য। দেশের জনগণ ইতোমধ্যে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সুফল পেতে শুরু করেছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু এখন দৃশ্যমান। বাস্তবায়িত হচ্ছে মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো মেগা প্রকল্প। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আজ অভিজাত স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রায় শামিল হতে পেরে চট্টগ্রাম বন্দর গর্বিত। উন্নত ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের এই যাত্রায় সরকারের সাথে তাল মিলিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।

মোহাম্মদ ইরফান খাঁন
পার্সোনেল অফিসার (নিয়োগ)
প্রশাসন বিভাগ
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

সাপ্লাই চেইনের স্থবিরতায় প্রবৃদ্ধি হারিয়েছে বিশ্ব অর্থনীতি: আইএমএফ

২০২১ সালে সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থবিরতার কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে কতটা ক্ষত তৈরি হয়েছে, তার একটি খতিয়ান সম্প্রতি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। সংস্থাটি বলছে, পণ্য পরিবহন ব্যাহত হওয়ায় গত বছর আনুমানিক দশমিক ৫ থেকে ১ শতাংশীয় পয়েন্ট প্রবৃদ্ধি হারিয়েছে বিশ্ব অর্থনীতি। এছাড়া এই অচলাবস্থার কারণে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়েছে প্রায় ১ শতাংশীয় পয়েন্ট।

সর্বশেষ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক প্রতিবেদনে আইএমএফ বলেছে, সাপ্লাই চেইনের এই সংকটের মূল কারণ কোভিড-১৯ মহামারি। এর সঙ্গে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে আকাশচুম্বী ভোক্তা চাহিদা, বন্দরগুলোয় জট, সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহন সক্ষমতার ঘাটতি ইত্যাদি।

বৈশ্বিক বাণিজ্যপ্রবাহের স্বাভাবিকতা ব্যাহত হওয়ায় চাহিদার তুলনায় সরবরাহে ঘাটতি তৈরি হয়েছে, যার ফলে ভোগ্যপণ্যের দামও বেড়ে গেছে। এই সংকটে সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে। করোনার প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে সেখানে ভোক্তাচাহিদা হঠাৎ করেই বেড়ে যায়। ফলে খুচরা আমদানিতেও হঠাৎ ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায়। এই চাপ মার্কিন বন্দরগুলো সামাল দিতে ব্যর্থ হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যজট ও সরবরাহ ঘাটতির সমস্যা দীর্ঘায়িত হয়েছে।

আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে, চাহিদা ও সরবরাহের পার্থক্য ২০২২ সালে কিছুটা কমবে। ফলে এ বছর সাপ্লাই চেইন পরিস্থিতিতে খানিকটা উন্নতি দেখা যাবে। তবে তারপরও বৈশ্বিক অর্থনীতি পুরোপুরি সংকটমুক্ত হবে না। আইএমএফের পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি বছর বৈশ্বিক জিডিপির প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ, ২০২১ সালে যা ছিল ৫ দশমিক ৯ শতাংশ। ২০২৩ সালে বৈশ্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার আরও কমে ৩ দশমিক ৮ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে ধারণা করছে আইএমএফ।

আইএমএফের পূর্বাভাসে বৈশ্বিক জিডিপির এই নিম্নমুখিতার বড় কারণ বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতিগুলোর প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন কমে যাওয়া। অর্থনৈতিক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি প্রবৃদ্ধি গত অক্টোবরে দেওয়া আইএমএফের পূর্বাভাসের তুলনায় ১ দশমিক ২ শতাংশীয় পয়েন্ট কম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চীন ও কানাডার প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাস দশমিক ৮ শতাংশীয় পয়েন্ট কমিয়েছে আইএমএফ। এছাড়া ইউরো অঞ্চলের পূর্বাভাস দশমিক ৪ ও যুক্তরাজ্যের পূর্বাভাস দশমিক ৩ শতাংশীয় পয়েন্ট কমানো হয়েছে।

আইএমএফ বলছে, স্বল্পমেয়াদে মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখিতা অব্যাহত থাকবে। চলতি বছর উন্নত অর্থনীতিগুলোয় গড় মূল্যস্ফীতি দেখা যেতে পারে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ। আর উদীয়মান অর্থনীতিগুলোয় এ হার থাকতে পারে ৫ দশমিক ৯ শতাংশ।

ব্যস্ততম ট্রান্সশিপমেন্ট হাব ও বাংকারিং পোর্ট সিঙ্গাপুর

২০২১ সালে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ত ট্রান্সশিপমেন্ট হাব ও বাংকারিং পোর্টের তকমা নিজের করে নিয়েছে পোর্ট অব সিঙ্গাপুর। গত বছর রেকর্ড সংখ্যক কনটেইনারবাহী জাহাজ সিঙ্গাপুর হয়ে চলাচল করেছে। এদিকে ক্ল্যাসিফিকেশন সোসাইটি ডিএনভি ও মেনোন ইকোনমিকসের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে সিঙ্গাপুরকে বিশ্বের সেরা মেরিটাইম সিটির তালিকায় সবার ওপরে রাখা হয়েছে।

সিঙ্গাপুর মেরিটাইম অ্যান্ড পোর্ট অথরিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালে নিজেদের রেকর্ড ৩ কোটি ৭৫ লাখ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করেছে সিঙ্গাপুর পোর্ট, যা আগের বছরের চেয়ে ২ শতাংশ বেশি। এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ৩ কোটি ৭০ লাখ টিইইউর বেশি কনটেইনার হ্যান্ডলিং করল সিঙ্গাপুর পোর্ট। গত বছর বন্দরটি কার্গো হ্যান্ডলিং করেছে ৫৯ কোটি ৯০ লাখ টন।

টনপ্রতি ২০০ ডলার কার্বন কর আরোপের প্রস্তাব গেটিং টু জিরো কোয়ালিশনের

সমুদ্র পরিবহন খাতে প্রতি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের বিপরীতে ২০০ ডলার করে কর আরোপের প্রস্তাব করেছে গেটিং টু জিরো কোয়ালিশন। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মেরিটাইম কোম্পানি ও শিপিং খাতে কার্বন নিঃসরণ কমানো নিয়ে কাজ করা এনজিওগুলোর জোটটি বলছে, প্রথাগত এইচএফও ও ভিএলএসএফও জ্বালানি এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে খরচের অনেক পার্থক্য রয়েছে। এটি কমিয়ে এনে ভারসাম্যপূর্ণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কার্বন কর আরোপ ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানিতে ভর্তুকি প্রদান—একসঙ্গে দুটোই দরকার।

কোয়ালিশন বলছে, তারা যে কার্বন কর কাঠামো তৈরি করেছে, তা পরিবেশবান্ধব জ্বালানি রূপান্তর প্রক্রিয়ায় প্রণোদনার কাজে ব্যয়ের জন্য তহবিল গড়ে তুলবে। উচ্চমূল্যের সবুজ জ্বালানিতে ভর্তুকি দেওয়ার ক্ষেত্রে এই তহবিল খুব কাজে আসবে।

ভারতে নির্মাণ হচ্ছে বৃহৎ এলএনজি টার্মিনাল

আমদানীকৃত এলএনজি সংরক্ষণ ও সরবরাহের সুবিধার্থে ভারতের কর্ণাটকে বিশাল এক টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে। এই টার্মিনাল থেকে জাহাজগুলোকে বাংকারিং সেবা দেওয়া যাবে। ভারতের প্রথম ডেডিকেটেড এলএনজি বাংকারিং ফ্যাসিলিটি হতে যাচ্ছে এটি।

এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণকাজ এখনো শুরু হয়নি। তবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একধাপ অগ্রগতি দেখা গেছে এরই মধ্যে। সম্প্রতি কর্ণাটক রাজ্য সরকারের পক্ষে নিউ ম্যাঙ্গালোর পোর্ট ট্রাস্ট (এনএমপিটি) ও সিঙ্গাপুরভিত্তিক এলএনজি অ্যালায়েন্সের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুসারে টার্মিনালে একটি ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউ) নির্মাণ, উন্নয়ন ও পরিচালনা এবং এলএনজির সরবরাহ ব্যবস্থাপনার কাজ করবে এলএনজি অ্যালায়েন্স। আর এর জন্য আগামী তিন বছরে প্রায় ২৯ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে তারা।

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ নতুন বছরের শুরুতেই জাহাজ নির্মাণের বড় কার্যাদেশ পেল চীন

চায়না স্টেট শিপবিল্ডিং করপোরেশনের সাবসিডিয়ারি হুডং ঝংহুয়া শিপবিল্ডিং সম্প্রতি জাপানের মিৎসুই ওএসকে লিমিটেডের (এমওএল) সঙ্গে ১১০ কোটি ডলারের বেশি মূল্যের একটি চুক্তি করেছে। চুক্তি অনুযায়ী, চীনা জাহাজ নির্মাতা কোম্পানিটি এমওএলের জন্য ছয়টি বড় আকারের এলএনজি ক্যারিয়ার নির্মাণ করবে। এগুলোর প্রতিটির ধারণক্ষমতা ১ লাখ ৭৪ হাজার ঘনমিটার।

এলএনজি জাহাজ নির্মাণে এটি চীনের জন্য সবচেয়ে বড় একক কার্যাদেশ। গত দশ বছরে এলএনজি ক্যারিয়ার নির্মাণে এর চেয়ে বড় অংকের চুক্তি দেখেনি দেশটি।

➤ ধনী দেশগুলোই কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী: সিজিডি

দরিদ্র দেশগুলোর তুলনায় ধনী দেশগুলো কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের জন্য অনেক বেশি দায়ী। সেন্টার ফর গ্লোবাল ডেভেলপমেন্টের (সিজিডি) সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এক বছরে প্রতিটি দেশের মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণ নিয়ে বিশ্বব্যাংকের ডেটা ব্যবহারের মাধ্যমে এই সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করেছে সিজিডি। এতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্রিটিশ নাগরিক একজন কঙ্গোর নাগরিকের তুলনায় গড়ে ২০০ গুণ বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপাদন করে। মার্কিন নাগরিকদের ক্ষেত্রে তা ৫৮৫ গুণ বেশি।

➤ নিজেদের সংগৃহীত সামুদ্রিক জলবায়ুর তথ্য প্রকাশ করবে মায়েরস্ক

মায়েরস্কের জাহাজগুলোকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সমুদ্র পরিবহন সেবা দিতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া ও জলবায়ুর সম্মুখীন হতে হয়। এবার সেই অভিজ্ঞতা সবার সাথে বিনিময় করবে কোম্পানিটি।

সম্প্রতি মায়েরস্ক ঘোষণা দিয়েছে, ২০১২ সাল থেকে তাদের জাহাজগুলো জলবায়ু-সংক্রান্ত যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছে, সেগুলো বিনামূল্যে পাবলিক ডোমেইনে দিয়ে দেবে তারা। কোম্পানিটির দাবি, তাদের এই তথ্য পাবলিক ডোমেইনে যুক্ত হলে সামুদ্রিক জলবায়ু সম্পর্কিত তথ্যের প্রাপ্যতা ২৮ শতাংশ বেড়ে যাবে।

➤ অফশোর উইন্ডে উৎপাদন বাড়াতে ফ্লোটিং টার্বাইনে নজর যুক্তরাজ্যের

গভীর সমুদ্র বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতায় এখন পর্যন্ত অন্যান্য দেশের তুলনায় বিস্তর ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে যুক্তরাজ্য। এই নেতৃত্ব ধরে রাখতে দেশটি অফশোর ফ্লোটিং উইন্ড প্রকল্প সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিকে নজর দিয়েছে। ব্রিটিশ সরকার সম্প্রতি এ খাতের ১১টি প্রকল্পে প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ৪ কোটি ২০ লাখ ডলার তহবিল বরাদ্দ করেছে।

নতুন এই ১১টি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য প্রথাগত উইন্ড ফার্মগুলোর তুলনায় সমুদ্রের আরও গভীরে গিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ বৈশ্বিক জ্বালানি পরিবহনে সম্পৃক্ততা বাড়াতে চায় সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষ

২০৪০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক জ্বালানি বাণিজ্যের ১৫ শতাংশ সুয়েজ খাল দিয়ে সম্পন্ন হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করছে। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষ এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে। ২০১৯ সালে খালটি দিয়ে জ্বালানি পরিবহন হয়েছে মোট বাণিজ্যের ৮ শতাংশ।

এই যে প্রবৃদ্ধি, তা কিন্তু এমনিতে হবে না। বরং এর জন্য উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করবে কর্তৃপক্ষ। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নমনীয় বিপণন কৌশল গ্রহণের মাধ্যমেই এই প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে তারা।

➤ দেড় বছর পর দেশে ফিরলেন ওয়াকাশিওর ভারতীয় ক্যাপ্টেন

দীর্ঘ প্রায় ১৭ মাস পর জাপানি বাল্কার এমভি ওয়াকাশিও নাটকের অবসান হয়েছে। মরিশাসের ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটানোর দায়ে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত জাহাজের ভারতীয় ক্যাপ্টেন সুনীল কুমার নন্দেশ্বর ১৬ মাস বন্দিজীবন কাটানোর পর কারামুক্ত হয়ে নিজ দেশে ফিরে গেছেন। জাহাজটির দণ্ডপ্রাপ্ত সেকেন্ড অফিসারও কারাভোগ শেষ করে নিজ দেশ শ্রীলংকায় ফিরেছেন।

২০২০ সালের ২৫ জুলাই মরিশাস উপকূলের নিকটবর্তী সমুদ্রসীমায় প্রবাল প্রাচীরের সঙ্গে ধাক্কা খায় মিৎসুই ওএসকে লিমিটেডের (এমওএল) ভাড়া করা জাহাজ ওয়াকাশিও।

➤ বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ চালিত ক্রুজ শিপ নির্মাণ করেছে চীন

নতুন একটি রিভার ক্রুজ ভেসেলের নির্মাণ ও পরীক্ষামূলক যাত্রা সম্পন্ন করেছে চীন। জাহাজটিকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ চালিত ক্রুজ শিপ হিসেবে দাবি করা হচ্ছে। মধ্যচীনের ইয়াংজে নদীতে যাত্রীদের প্রমোদযাত্রার সেবা দেবে জাহাজটি।

প্রমোদতরীটির নাম দেওয়া হয়েছে থ্রি জর্জেস ওয়ান। পুরোপুরি বিদ্যুৎ চালিত এই জাহাজটিতে বিদ্যুৎ শক্তির জোগান দেবে ৭ হাজার ৫০০ কিলোওয়াটআওয়ার মেরিন পাওয়ার ব্যাটারি। একবার চার্জে জাহাজটি ৬০ মাইলের বেশি চলতে পারবে। থ্রি জর্জেস ওয়ানে প্রায় ১ হাজার ৩০০ যাত্রী ভ্রমণ করতে পারবেন।

➤ রটারডামে সর্ববৃহৎ হাইড্রোজেন প্লান্ট স্থাপন করবে শেল

পোর্ট অব রটারডামে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্রিন হাইড্রোজেন প্লান্ট স্থাপন করবে শেল। বন্দরটিতে শেলের বিদ্যমান জ্বালানি কার্যক্রমের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে এটি। শিপিং খাত ও শিল্প-কারখানায় পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য থেকেই এই পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে শেল।

সবুজ জ্বালানি সরবরাহের লক্ষ্যে এই প্লান্ট স্থাপন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির সব কাজেই যতটা সম্ভব পুনর্ব্যবহারযোগ্য নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করা হবে। ২০২৪ সালে প্লান্টটি কার্যক্রম শুরু করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পণ্যজটে ৩২ কোটি ডলার বাড়তি খরচ হয়েছে রিটেইলারদের

গত বছর সাপ্লাই চেইনের স্থবিরতার কারণে বাজারে ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ ঘাটতির পাশাপাশি রিটেইলারদের ব্যয় ও ভোক্তাপর্যায়ে পণ্যের দাম বেড়ে গেছে। লজিস্টিকস সার্ভিস প্রভাইডার প্রজেক্ট ফরটি ফোরের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পণ্যজটের কারণে ২০২১ সালে রিটেইলারদের ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স হিসেবে বাড়তি প্রায় ৩২ কোটি ১০ লাখ ডলার গুনতে হয়েছে।

সম্প্রতি এইচএসবিসির একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, প্রতি টিইইউ কার্গো পরিবহনের জন্য গড়ে ৪০ হাজার ডলার ব্যয় হয়েছে রিটেইলারদের। এর সঙ্গে কস্ট অব ফিন্যান্সিং হিসেবে ৩ দশমিক ২ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়েছে তাদের। এই তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রজেক্ট ফরটি ফোর জানিয়েছে, পণ্যজটের কারণে রিটেইলারদের প্রতি মাসে টিইইউপ্রতি ১০৬ ডলার করে বাড়তি গুনতে হয়েছে।

কনটেইনার পরিবহনে শিডিউল নির্ভরযোগ্যতা তলানিতে

২০২১ সালের শেষের দিকে বিশ্বের শীর্ষ কনটেইনার শিপিং লাইনগুলোয় শিডিউল মেনে চলার সক্ষমতা তলানিতে নেমে এসেছে। এছাড়া গত বছর কনটেইনার পোর্টগুলোয়ে যে জট দেখা গেছে, শিগগির সেই অবস্থার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। পর্যালোচনা ও পরামর্শ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সি-ইন্টেলিজেন্সের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিটি কনটেইনার জাহাজেরই চলাচলের শিডিউল নির্ধারণ করা থাকে। গত বছরের ডিসেম্বরে ৩২ শতাংশ ক্ষেত্রে কনটেইনার জাহাজগুলো শিডিউল মেনে চলতে সক্ষম হয়েছে, যা গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ২০১১ সাল থেকে শিডিউল নির্ভরযোগ্যতার তথ্য সংরক্ষণ করে আসছে সি-ইন্টেলিজেন্স। সার্বিকভাবে ২০২১ সালে গড়ে ৩৬ শতাংশ ক্ষেত্রে জাহাজগুলো শিডিউল ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

এশিয়ায় জলদস্যুতার হটস্পট সিঙ্গাপুর প্রণালি

২০২১ সালে এশিয়ায় সবচেয়ে বিপজ্জনক বাণিজ্যিক রুট ছিল সিঙ্গাপুর প্রণালি। গত বছর সেখানে সশস্ত্র ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ৪১টি, ২০২০ সালে যার সংখ্যা ছিল ৩৪। সিঙ্গাপুরভিত্তিক রিক্যাপ ইনফরমেশন শেয়ারিং সেন্টারের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২১ সালে এশিয়ায় জলদস্যুতা ও সশস্ত্র ডাকাতির ঘটনা অনেকটাই কমেছে। কিন্তু সিঙ্গাপুর প্রণালির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ব্যতিক্রম ছিল। ১১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ব্যস্ত এই বাণিজ্য পথটি দুষ্কৃতিকারীদের অপতৎপরতার অন্যতম হটস্পট ছিল। গত বছর এই প্রণালি দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ২ হাজার বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করেছে। ফলে জলদস্যু ও ডাকাতদের কাছে আকর্ষণীয় এক টার্গেট ছিল এই রুট। জলদস্যুতার ঘটনার সংখ্যা বাড়লেও ভয়াবহতা মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে ছিল না বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ১৩০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ টেনেছে ব্রিটিশ বন্দরগুলো

একদিকে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক স্থবিরতা, অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে বেরিয়ে যাওয়ার (ব্রেক্সিট) পরবর্তী সময়ে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা–যুক্তরাজ্যের বন্দরগুলোয় বিনিয়োগ আসার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত এ দুটি বিষয়ই। তবে বাস্তবে দেখা গেল বিপরীত চিত্র। ব্রিটিশ পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য বলছে, ২০২১ সালে যুক্তরাজ্যের বন্দরগুলো বেসরকারি বিনিয়োগ টেনেছে ১৩০ কোটি ডলারের। ২০২০ সালে এর পরিমাণ ছিল ৮০ কোটি ৯৫ লাখ ডলার। অর্থাৎ অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও গত বছর বিনিয়োগ আকর্ষণে সফল ছিল ব্রিটিশ বন্দরগুলো।

গত বছর সবচেয়ে বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি এসেছে ডিপি ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে। লন্ডন গেটওয়ে টার্মিনালের জন্য একটি নতুন বার্থ নির্মাণে ৪০ কোটি ৪৭ লাখ ডলার বিনিয়োগ করবে তারা।

সমুদ্রে জলদস্যুতা ২৮ বছরের সর্বনিম্নে

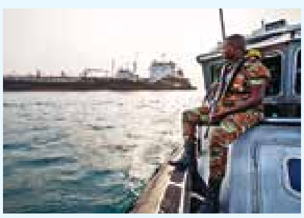

২০২১ সালে বিশ্বজুড়ে সমুদ্রে জলদস্যুতা ও ডাকাতির ঘটনা ১৯৯৪ সালের পর সর্বনিম্নে নেমেছে। আইসিসি ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ব্যুরোর (আইএমবি) সাম্প্রতিক বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আইএমবি পাইরেসি রিপোর্টিং সেন্টার গত বছর জলদস্যুতা ও সশস্ত্র ডাকাতির মোট ১৩২টি ঘটনার খবর পেয়েছে। ২০২০ সালে এ সংখ্যা ছিল ১৯৫টি। ২০১৯ সালে ছিল ১৬২টি।

গত বছর জলদস্যুতা সার্বিকভাবে হ্রাস পাওয়ার বড় কারণ হলো, আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় গিনি উপসাগরে জলদস্যুতা কমে যাওয়া। তবে বিচ্ছিন্ন দুই-একটি ঘটনার কারণে এই রুটটি এখনো পুরোপুরি ঝুঁকিমুক্ত বলা যাচ্ছে না। এমন অবস্থায় এই অঞ্চলে কয়েকটি সদস্য-রাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)।

গত দুই বছর ধরে কো-অর্ডিনেটেড মেরিটাইম প্রেজেন্সেস (সিএমপি) পাইলট প্রোগ্রামের অধীনে ইইউ সদস্য দেশগুলো গিনি উপসাগরে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন রেখেছিল। এই প্রকল্পের ফলাফল পর্যালোচনার পর ইইউ মনে করছে, উপসাগরটিতে তাদের উপস্থিতির প্রয়োজন রয়েছে এখনো। কারণ সেখানে জলদস্যুতার মতো অপতৎপরতার ঝুঁকি এখনো শেষ হয়ে যায়নি। জোটটি সিএমপি প্রকল্পের মেয়াদ আরও দুই বছরের জন্য বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করছে এবং ডেনিশ, ফরাসি, ইতালীয়, পর্তুগিজ ও স্প্যানিশ যুদ্ধজাহাজকে গিনি উপসাগরে মোতায়েন রাখার পরিকল্পনা করছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, পশ্চিম আফ্রিকার জলসীমায় চার মাস টহল দেবে ডেনমার্কের যুদ্ধজাহাজ। এরপর সাড়ে সাত মাস টহল দেবে স্পেন। এছাড়া ক্রমান্বয়ে ফ্রান্স ১১ মাস, ইতালি আট মাস ও পর্তুগালের যুদ্ধজাহাজ সাড়ে তিন মাস টহল পরিচালনা করবে সেখানে।

দক্ষিণ কোরিয়াকে সরিয়ে জাহাজ নির্মাণ কার্যাদেশে শীর্ষে চীন

মোট সংখ্যার (কম্পেনসেটেড গ্রস টন বা সিজিটি) ভিত্তিতে জাহাজ নির্মাণের বার্ষিক কার্যাদেশে দক্ষিণ কোরিয়াকে ছাড়িয়ে শীর্ষস্থান দখল করেছে চীন। লন্ডনভিত্তিক শিপিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ক্লার্কসন্সের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে এমনটি জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২১ সালে চীন মোট ২ কোটি ২৮ লাখ সিজিটি জাহাজ নির্মাণের কার্যাদেশ পেয়েছে, যা আলোচ্য সময়ে মোট বৈশ্বিক কার্যাদেশের (৪ কোটি ৫৭ লাখ সিজিটি) প্রায় ৫০ শতাংশ। গত বছর দক্ষিণ কোরিয়া কার্যাদেশ পেয়েছে ১ কোটি ৭৫ লাখ সিজিটির, যা বৈশ্বিক কার্যাদেশের প্রায় ৩৮ শতাংশ।

২০২১ সালে কনটেইনারবাহী জাহাজ নির্মাণে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল চীনের। ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ বেড়ে যাওয়া এক্ষেত্রে তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়েছে। অন্যদিকে বেশি মুনাফার জন্য দক্ষিণ কোরিয়া, বিশেষ করে দেশটির শীর্ষ তিন জাহাজনির্মাতা কোম্পানি গত বছর এলএনজি ক্যারিয়ার নির্মাণের দিকে বেশি নজর দিয়েছে। ফলে এই সেগমেন্টে দেশটির আধিপত্যও ছিল চীনের চেয়ে বেশি। গত বছর মোট ৩৭টি এলএনজি ক্যারিয়ার নির্মাণের কার্যাদেশ পেয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ২০২১ সালে দক্ষিণ কোরিয়া জাহাজ নির্মাণের কার্যাদেশ কিছুটা কম পেয়েছে, কারণ তারা মোট সংখ্যার চেয়ে মুনাফা সক্ষমতা বেশি থাকার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছে। তারা নির্দিষ্ট কিছু সেগমেন্টে উচ্চমূল্য সংযোজনের প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে বেশি আগ্রহী ছিল। এ কারণে কার্যাদেশের সংখ্যা কম থাকলেও দেশটির শীর্ষ তিন জাহাজ নির্মাতার মোট বিক্রির আর্থিক পরিমাণ পুরো বছরের লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে। গত বছর তারা মোট ৪ হাজার ৬০০ কোটি ডলার আয় করেছে, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩ হাজার ২০০ কোটি ডলার।

কাতার ও অস্ট্রেলিয়াকে সরিয়ে এলএনজি রপ্তানিতে শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র

কাতার ও অস্ট্রেলিয়াকে সরিয়ে এলএনজি রপ্তানিতে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র। গত ডিসেম্বরে এই নতুন উচ্চতায় উঠে যায় দেশটি। ইউরোপে এলএনজির চাহিদা বেড়ে যাওয়া তাদের এই উত্তরণে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। ধারণা করা হচ্ছে, চলতি বছরও শীর্ষ এলএনজি রপ্তানিকারক দেশের মুকুট ধরে রাখতে পারবে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রের এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (ইআইএ) প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, চলতি বছর দেশটির এলএনজি রপ্তানি দৈনিক ১ হাজার ১৫০ কোটি ঘনফুটে পৌঁছাতে পারে, যা বৈশ্বিক এলএনজি চাহিদার ২২ শতাংশের সমপরিমাণ। গোল্ডম্যান স্যাকসের বিশ্লেষকদের মতে, এ প্রক্ষেপণ সত্য হলে বিশ্বের শীর্ষ এলএনজি রপ্তানিকারক দেশের তকমা ধরে রাখবে যুক্তরাষ্ট্র। অন্তত ২০২৫ সাল পর্যন্ত এই অবস্থান ধরে রাখার সক্ষমতা রয়েছে দেশটির।

রপ্তানি পণ্যের কনটেইনার গ্রহণ সীমিত করেছে ইয়ানতিয়ান

চীনের বৃহত্তম চারটি বন্দর এলাকাতেই সাম্প্রতিক সময়ে ওমিক্রন শনাক্ত হয়েছে। এই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে এরই মধ্যে বন্দরগুলোয় সীমিত পরিসরে লকডাউনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ফলে এসব বন্দরের চাপ গিয়ে পড়ছে অন্য বন্দরগুলোর ওপর। নিংবো-ঝৌশানের মতো বন্দরগুলোয় পণ্যজট অনেক বেড়ে গেছে। একই অবস্থা ইয়ানতিয়ানের আন্তর্জাতিক কনটেইনার টার্মিনালের। এই জট সামাল দিতে বন্দর কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক টার্মিনালে রপ্তানিমুখী পণ্যের কনটেইনার গ্রহণ সীমিত করে দিয়েছে।

একদিকে চান্দ্র নববর্ষের ছুটির মৌসুম, অন্যদিকে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ—এ দুয়ের প্রভাবে অন্যান্য বন্দরের মতো ইয়ানতিয়ানকেও কার্যক্রম সচল রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যেসব জাহাজ চারদিনের মধ্যে বার্থিংয়ের সুযোগ পাবে, কেবল সেসব জাহাজে লোডিংয়ের জন্যই টার্মিনালে কনটেইনার আনা যাবে।

গিনি উপসাগরে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের আহ্বান বিমকোর

গিনি উপসাগরে আন্তর্জাতিক বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়া জলদস্যুদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাল্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম কাউন্সিল (বিমকো)। সম্প্রতি ডেনিশ ফ্রিগেট এসবার্ন স্নেয়ারের কাস্টডিতে নেওয়ার পর সন্দেহভাজন তিন জলদস্যুকে ছেড়ে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই আহ্বান জানিয়েছে শিপিং সংগঠনটি।

বিমকো বলেছে, এর আগেও গিনি উপসাগরীয় কয়েকটি দেশে সন্দেহভাজন জলদস্যুদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জলদস্যুতা প্রতিরোধে এই অঞ্চলের বিচার বিভাগ ও আন্তর্জাতিক মেরিটাইম ফোর্সগুলোর মধ্যে সমন্বয় আনা খুবই জরুরি।

গত বছরের জুলাইয়ে টোগোর একটি আদালত জলদস্যুতার দায়ে নয়জন ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন। ২০১৯ সালে একটি অয়েল ট্যাংকারের ওপর হামলার জন্য তাদের এই দণ্ড দেওয়া হয়।

চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে নিউইয়র্কের প্রথম অফশোর উইন্ড ফার্ম

নিউইয়র্কের প্রথম অফশোর উইন্ড ফার্ম সাউথ ফোর্ক উইন্ডের নির্মাণকাজ শিগগির শুরু হতে চলেছে। সম্প্রতি প্রকল্পটি যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টেরিয়রের ব্যুরো অব ওশান এনার্জি ম্যানেজমেন্টের (বিওইএম) কাছ থেকে চূড়ান্ত সিওপি অনুমোদন পেয়েছে।

সাউথ ফোর্ক উইন্ড প্রকল্পটি যৌথভাবে

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ মায়েরস্ককে পেছনে ফেলে শীর্ষ কনটেইনার লাইনার এমএসসি

আলফালাইনারের তৈরি করা শীর্ষ ১০০ কনটেইনারবাহী জাহাজ কোম্পানির তালিকায় মায়েরস্ককে সরিয়ে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে এমএসসি। ধারণক্ষমতার বিচারে এমএসসি এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় কনটেইনারবাহী জাহাজ কোম্পানি।

মায়েরস্কের চেয়ে মাত্র ১ হাজার ৮৮৮ টিইইউর ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে এমএসসি। ১৯৭০ সালে যাত্রা করা এমএসসির বহরে বর্তমানে জাহাজ রয়েছে ৬৪৫টি, যার সম্মিলিত সক্ষমতা ৪২ লাখ ৮৪ হাজার ৭২৮ টিইইউ। অন্যদিকে ডেনিশ শিপিং জায়ান্ট মায়েরস্কের সম্মিলিত সক্ষমতা ৪২ লাখ ৮২ হাজার টিইইউর কিছু বেশি।

➤ সমুদ্রে নজরদারির জন্য স্যাটেলাইট পাঠাল দক্ষিণ আফ্রিকা

গত ১৩ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের কেপ ক্যানাভারেল থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় স্পেসএক্সের ফ্যালকন নাইন রকেট। এই রকেটে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ছোট আকারের তিনটি স্যাটেলাইট। দেশটির উপকূলীয় এলাকায় চলাচলকারী জাহাজগুলোকে সরকারের নজরদারির আওতায় আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এই স্যাটেলাইটগুলো।

বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা এআইএস ডেটার জন্য তৃতীয় পক্ষের সরবরাহকারীর ওপর নির্ভর করে। তবে সমুদ্র সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশটির সরকার এখন নিজস্ব স্যাটেলাইট নির্ভর এআইএস ডেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গড়ে তুলতে চাইছে।

➤ প্রমোদতরী ভ্রমণে নতুন সতর্কতা সিডিসির

করোনাভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের প্রকোপে দৈনিক সংক্রমণ শনাক্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় দেশবাসীকে প্রমোদতরী ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করছে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)। করোনার টিকা নেওয়া মার্কিন নাগরিকদেরও সমুদ্র ভ্রমণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে তারা।

ক্রুজ শিল্পের জন্য কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ভ্রমণ সতর্কতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছে সিডিসি। প্রায় ১০০ প্রমোদতরীকে নজরদারির আওতায় রেখেছে তারা। পাশাপাশি সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার হারও পর্যবেক্ষণ করছে সিডিসি।

➤ প্রতিযোগিতাবিরোধী চর্চায় ভারতে দোষী সাব্যস্ত চার জাপানি কার ক্যারিয়ার

সমুদ্রপথে মোটরগাড়ি পরিবহনকারী চার শীর্ষ জাপানি কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইন লঙ্ঘনের প্রমাণ পেয়েছে ভারতীয় নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনায় কোম্পানিগুলোকে মোট প্রায় ৮৫ লাখ ডলার জরিমানা করা হয়েছে।

এনওয়াইকে লাইন, কে-লাইন, এমওএল ও নিসান মোটর কার ক্যারিয়ার কোম্পানির (এনএমসিসি) বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে কম্পিটিশন অ্যাক্ট লঙ্ঘনের প্রমাণ পেয়েছে কম্পিটিশন কমিশন অব ইন্ডিয়া (সিসিআই)। কমিশন বলছে, ২০০৯ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে কোম্পানিগুলো সংঘবদ্ধভাবে ভাড়া বাড়ানোসহ প্রতিযোগিতাবিরোধী অন্যান্য কাজ করেছে।

সংবাদ সংকেত

➤ ভারতে পরিবেশবান্ধব হাইড্রোজেনের হাব গড়ে তুলতে চাইছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। এ লক্ষ্যে সাড়ে ৭ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে ধনকুবের মুকেশ আম্বানির মালিকানাধীন কোম্পানিটি।

➤ রয়েল ক্যারিবিয়ান গ্রুপের বহরে যোগ হলো আরও এক প্রমোদতরী। ওয়াভার অব দ্য সিজ নামের এই প্রমোদতরীকে দাবি করা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রুজ শিপ।

➤ গভীর সমুদ্র বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক রাজ্য সরকার। এ লক্ষ্যে তারা ৫০ কোটি ডলারের বড় একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

➤ ২০২১ সালে সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় হয়েছে ৬৩০ কোটি ডলার। ২০২০ সালে তাদের রাজস্ব ছিল ৫৬০ কোটি ডলার। গত বছর খাল দিয়ে জাহাজ চলাচল বেড়েছে ১০ শতাংশ।

➤ আমেরিকান ক্রুজ লাইনস একই ধরনের নতুন ১২টি প্রমোদতরী নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। জাহাজগুলো নির্মিত হলে অভ্যন্তরীণ উপকূলীয় পর্যটনে তাদের সক্ষমতা দ্বিগুণের বেশিতে উন্নীত হবে।

➤ সেনেগালে ১১৩ কোটি ডলার বিনিয়োগে একটি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করছে ডিপি ওয়ার্ল্ড। সম্প্রতি সেনেগালের প্রেসিডেন্ট ম্যাকি স্যাল বন্দরটির নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন।

➤ গ্যালাপাগোসের উত্তরে নতুন সাড়ে ১৭ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকাকে সংরক্ষিত সমুদ্রাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেছে একুয়েডর। এর আগে ৩৯ হাজার বর্গকিলোমিটার জায়গাজুড়ে বিস্তৃত ছিল হারমানদাদ মেরিন রিজার্ভ।

➤ মজুদ কমে যাওয়ার কারণে ১ জানুয়ারি কয়লা রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল ইন্দোনেশিয়া। তবে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপাইনের আহ্বানে এক সপ্তাহের মাথায় সেই নিষেধাজ্ঞা শিথিল করেছে দেশটি।

➤ আগামী এক দশকে জ্বালানি তেলের উত্তোলন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আর এই তেল পরিবহনে আরও বেশি শাটল ট্যাংকারের প্রয়োজন হবে বলে জানিয়েছে রাইস্ট্যাড এনার্জি।

➤ ২০২১ সালে সিঙ্গাপুরের শীর্ষ বাংকার ফুয়েল সাপ্লায়ার হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে পেট্রোচায়না ইন্টারন্যাশনাল। গত বছর সিঙ্গাপুরে বাংকার জ্বালানির নিবন্ধিত সরবরাহকারীর সংখ্যা চারটি কমে ৪১-এ দাঁড়িয়েছে।

➤ ২০২১ সালে ওমান উপসাগর ও আরব সাগরে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ মাদক ও অস্ত্র উদ্ধার করেছে ইউএস নেভাল ফোর্সেস সেন্ট্রাল কমান্ড, ইউএস ফিফথ ফ্লিট ও কম্বাইন্ড মেরিটাইম ফোর্সেস (সিএমএফ)।

➤ বিশ্বে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় শিপ নেভিগেশন ব্যবস্থার সফল পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে জাপানের নিপ্পন ফাউন্ডেশন, মিৎসুবিশি শিপবিল্ডিং ও শিন নিহোনকাই ফেরি কোম্পানি।

বাস্তবায়ন করছে ডেনিশ বহুজাতিক এনার্জি কোম্পানি ওরস্টেড ও মার্কিন বিদ্যুৎ পরিষেবা কোম্পানি এভারসোর্স এনার্জি। ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ উইন্ড ফার্মটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে।

১৩০ মেগাওয়াট সক্ষমতার বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পটির অবস্থান নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড থেকে ৩৫ পূর্বে। এতে প্রতিটি ১১ মেগাওয়াট সক্ষমতার মোট ১২টি টার্বাইন স্থাপন করা হবে। আগামী ২৫ বছর নিউইয়র্কের ইস্ট হ্যাম্পটন শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম হবে এই প্রকল্প।

২০২৫ সাল নাগাদ হাইড্রোজেন পরিবহনের প্রযুক্তি উন্নয়নের প্রত্যাশা কেএসওইর

পরিবেশবান্ধব জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেন ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে সারা বিশ্বে। তবে এই জ্বালানি রূপান্তরের পেছনে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে হাইড্রোজেন পরিবহনের পদ্ধতিগত জটিলতা। তবে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যেই হাইড্রোজেন পরিবহনের প্রযুক্তি হাতে পাওয়ার আশা করছে কোরিয়া শিপবিল্ডিং অ্যান্ড অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং (কেএসওই)।

হাইড্রোজেন পরিবহনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো তাপমাত্রা মাইনাস ২৫৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বজায় রাখা। এটি হলো সবচেয়ে শীতলতম তাপমাত্রা। এই তাপমাত্রায় পরিবহন করলে হাইড্রোজেন তরল অবস্থায় থাকবে।

কেএসওই এনার্জি সিস্টেম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রেসিডেন্ট উ বিওং ইয়ং জানিয়েছেন, তারা ২০ হাজার ঘনমিটার ধারণক্ষমতার একটি কনসেপ্ট ডেভেলপ করেছেন। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে এই সক্ষমতা আরও বাড়ানো সম্ভব হবে বলে ইয়ং আশা করছেন।

ইইউর নতুন পরিকল্পনায় লাখ লাখ টন কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণহীন থাকতে পারে

শিপিং খাতকে কার্বন মার্কেটের সঙ্গে যুক্ত করতে নতুন একটি প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। তবে ছোট আকারের বাণিজ্যিক জাহাজ ও মিলিটারি ভেসেলগুলোকে এই প্রস্তাবনার বাইরে রাখা হয়েছে। এর ফলে লাখ লাখ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে যেতে পারে। সম্প্রতি একটি এনজিওর গবেষণায় এমন আশঙ্কার কথা জানানো হয়েছে।

২০২১ সালের জুলাইয়ে নিজেদের এমিশনস ট্রেডিং সিস্টেমে (ইটিএস) শিপিং খাতকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করে ইইউ। ২০২৩ সাল থেকে তিন বছরের জন্য এই নিয়ম চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। বিশ্বের মোট নিঃসরণের ৩ শতাংশের জন্য শিপিং খাত দায়ী। এখন পর্যন্ত ইইউর কোনো পলিউশন চার্জে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এই খাতকে।

বন্দর ও নৌপথের উন্নয়নে ১ হাজার ৪০০ কোটি ডলার দেবে হোয়াইট হাউস

২০২১ সালের শেষের দিকে বন্দর ও যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়নে বড় অংকের তহবিল সহায়তার ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহন মন্ত্রণালয়। এর বাইরে দেশটির নৌপথ ও সমুদ্রবন্দরগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রতি নতুন এক দফায় বিনিয়োগ পরিকল্পনার ঘোষণা দিয়েছে হোয়াইট হাউস।

বাইডেন প্রশাসন জানিয়েছে, এই কাজের জন্য ২০২১ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ল' ও ২০২২ ডিজাস্টার রিলিফ সাপ্লিমেন্টাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনস অ্যাক্ট অনুযায়ী পৃথকভাবে ১ হাজার ৪০০ কোটি ডলারের একটি তহবিল গঠন করা হবে। এই তহবিল ব্যবহার করবে মার্কিন সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর। তাদের কাজ হবে দেশের সরবরাহ শৃঙ্খল সুসংহত করা, ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া এবং ভবিষ্যতে বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে নৌ-অবকাঠামোর সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

কার্যকর হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুক্তবাণিজ্য চুক্তি আরসিইপি

২০২২ সালের প্রথম দিনেই কার্যকর হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বহুপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (আরসিইপি)। প্রায় ২৩০ কোটি মানুষ অর্থাৎ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ এবং প্রায় ২৮ লাখ ৫০ হাজার কোটি ডলারের অর্থনীতি এই বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আসছে।

আরসিইপির মূল উদ্দেশ্য হলো নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে শুল্ক কমানো, সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী করা ও ই-কমার্সের জন্য নতুন বিধিবিধান চালু করা। জোটটির সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মোট যে পরিমাণ পণ্য বাণিজ্য হয়, তার ৯০ শতাংশের বেশি পণ্য থেকে শুল্ক তুলে নেওয়া হবে এই চুক্তির অধীনে। আরসিইপি কার্যকরের ফলে সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার বাণিজ্য ২০১৯ সালের তুলনায় ২ শতাংশ বা প্রায় ৪ হাজার ১৮০ কোটি ডলার বেড়ে যাবে।

নতুন এই আঞ্চলিক বাণিজ্যিক জোটে যুক্ত হয়েছে মোট ১৫টি দেশ। এগুলো হলো আসিয়ানভুক্ত ১০টি দেশ—ব্রুনাই, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম এবং তাদের এফটিএ অংশীদার পাঁচটি দেশ—অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও চীন।

এদের মধ্যে আরসিইপির সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী হবে চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া। এই প্রথমবারের মতো আঞ্চলিক পরাশক্তি তিনটি কোনো মুক্তবাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত হলো। এই তিন দেশের মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যে জাপানের রপ্তানির পরিমাণ (২ হাজার ২ কোটি ডলার) সবচেয়ে বেশি। এরপরের অবস্থানে থাকা চীনের রপ্তানি ১ হাজার ১২০ কোটি ডলার এবং দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানি ৬৭০ কোটি ডলার।

বন্দর পরিচিতি

পোর্ট অব নিউইয়র্ক অ্যান্ড নিউ জার্সি

পোর্ট অব নিউইয়র্ক অ্যান্ড নিউ জার্সি হলো যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ও নিউ আর্ক মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত একটি পোর্ট ডিস্ট্রিক্ট। স্ট্যাচু অব লিবার্টির প্রায় ২৫ ব্যাসার্ধজুড়ে এই বন্দর এলাকা বিস্তৃত। এটি আসলে একটি বিশেষ বন্দর ব্যবস্থা, যার অধীনে রয়েছে নিউইয়র্ক-নিউ জার্সি পোতাশ্রয় ও মোহনা, একটি বিমানবন্দর এবং রেল ও সড়ক সরবরাহ নেটওয়ার্ক।

নিউইয়র্ক সিটি ও নিউ জার্সির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলে ৭৭০ মাইলের বেশি দীর্ঘ উপকূলজুড়ে বিস্তৃত নিউইয়র্ক-নিউ জার্সি হারবার এসচুয়ারি। একে বলা হয় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়। ২০১৯ সালে বন্দরটি কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় ব্যস্ততম ও পূর্ব উপকূলের ব্যস্ততম বন্দরের স্বীকৃতি লাভ করে।

পোর্ট অব নিউইয়র্ক অ্যান্ড নিউ জার্সি এলাকার মধ্যে রয়েছে দুটি ফরেন-ট্রেড জোন (এফটিজেড)। এই বন্দর ব্যবস্থার অধীনে থাকা বিমানবন্দরটি হলো আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান গেটওয়ে। এয়ার ফ্রেইট ফ্লাইটের দিক থেকে দেশটির ব্যস্ততম বিমানবন্দর এটি।

বন্দরটির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর। একটি উপসাগর দিয়ে বন্দরে প্রবেশ করতে হয়, যার নাম নিউইয়র্ক বাইট। স্যান্ডি হুক ও রকঅ্যাওয়ে উপদ্বীপের মধ্যে এর অবস্থান। প্রায় ২৪০ মাইলের কমপ্লেক্স শিপিং চ্যানেল রয়েছে পোর্ট অব নিউইয়র্ক অ্যান্ড নিউ জার্সির। বন্দরে প্রবেশের জন্য বেশির ভাগ জাহাজকেই পাইলটেজ সেবা নিতে হয়। এছাড়া চ্যানেলের জটিল বাঁকগুলো পার হওয়ার জন্য বড় জাহাজগুলোকে টাগবোটের সাহায্য নিতে হয়।

বন্দরের পোতাশ্রয়ের প্রাকৃতিক গভীরতা প্রায় ৫ মিটার। তবে ১৮৮০ সালে খননের মাধ্যমে এর গভীরতা ৭ মিটারে উন্নীত করা হয়। ১৮৯১ সালে মেইন শিপ চ্যানেলটি ৯ মিটার গভীর করা হয়। ১৮৯৯ সালে রিভারস অ্যান্ড হারবারস অ্যাক্ট প্রণয়নের পর বে রিজ, রেড হুক ও স্যান্ডি হুক চ্যানেলের গভীরতা ১২ দশমিক ২ মিটারে উন্নীত করার জন্য ১২ লাখ ডলার বরাদ্দ করা হয়। ১৯১৪ সালে বন্দরের প্রধান প্রবেশপথ হয় অ্যামব্রোস চ্যানেল। এর গভীরতা ছিল ১২ মিটার, প্রস্থ ৬০০ মিটার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় খননের মাধ্যমে বন্দরের প্রধান চ্যানেলটি ১৪ মিটার গভীর করা হয়, যেন পানাম্যাক্সের মতো বড় আকারের জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করতে পারে।

২০১৬ সালে মার্কিন সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর ২১০ কোটি ডলারের একটি খনন প্রকল্প সম্পন্ন করে। এর ফলে পোতাশ্রয় চ্যানেলের গভীরতা ১৫ মিটারে উন্নীত হয়। এই খননের ফলে পানামা ও সুয়েজ খাল অতিক্রমে সক্ষম বড় জাহাজগুলোও বন্দরে ভিড়তে পারছে।

পোর্ট অব নিউইয়র্ক অ্যান্ড নিউ জার্সিতে রয়েছে চারটি কনটেইনার টার্মিনাল। এগুলো সম্মিলিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে সর্বোচ্চ সংখ্যক কনটেইনার হ্যান্ডলিং করে। বিশ্বের ২০তম ও যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় ব্যস্ততম বন্দর এটি। বন্দরের কনটেইনার টার্মিনালগুলো হলো হাওল্যান্ড হুক মেরিন টার্মিনাল, পোর্ট জার্সি মেরিন টার্মিনাল, পোর্ট নিউ আর্ক-এলিজাবেথ মেরিন টার্মিনাল ও রেড হুক মেরিন টার্মিনাল। ইজারার ভিত্তিতে এগুলো পরিচালনা করে বিভিন্ন বেসরকারি পোর্ট অপারেটর।

২০১০ সালে বেওয়ান মিলিটারি ওশান টার্মিনালের ১২৮ একর জমি কিনে নেওয়ার ঘোষণা দেয় বন্দর কর্তৃপক্ষ। এর ফলে কনটেইনার পোর্ট ফ্যাসিলিটি সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। সেখানে একটি নতুন কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে কর্তৃপক্ষের, যেখানে বড় আকারের কনটেইনার জাহাজ ভিড়তে সক্ষম হবে।

বন্দরের প্রধান কনটেইনার টার্মিনালগুলোয় ইন্টারমোডাল ফ্রেইট ট্রান্সপোর্টের জন্য রয়েছে রেল নেটওয়ার্ক 'এক্সপ্রেসরেল'। বন্দর দিয়ে বেশির ভাগ ভোগ্যপণ্যই পরিবহন হয় কনটেইনারে করে। তবে পেট্রোলিয়াম ও স্ক্র্যাপ মেটালের মতো কমোডিটি বাল্ক কার্গো অপারেশনের মাধ্যমেও পরিবহন করা হয়। সর্বশেষ প্রকাশিত লয়েড'স লিস্টে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ বন্দরের মধ্যে পোর্ট অব নিউইয়র্ক অ্যান্ড নিউ জার্সির অবস্থান ২১।

মেরিটাইম ইভেন্টস

মিডল ইস্ট বাংকারিং কনভেনশন

৭-১১ মার্চ, দুবাই

কোভিড-১৯ মহামারির বাধা পেরিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে বিশ্ব অর্থনীতি। এর সঙ্গে সংগতি রেখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপ্রবাহ ক্রমে বাড়ছে। ফলে সমুদ্র পরিবহন খাতের ওপর চাপও ঊর্ধ্বমুখী। এমন পরিস্থিতিতে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে সর্বোচ্চ কর্মদক্ষতার সঙ্গে বাংকারিং সেবা প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিডল ইস্ট বাংকারিং কনভেনশনের আসন্ন আসরে এই বিষয়টি নিয়ে তথ্যবহুল আলোচনা হবে। বাংকারিং নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে আয়োজিত এই নিয়মিত কনভেনশন চলতি বছর সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করবে।

বিস্তারিত: https://bit.ly/3C26TbK

ওশানোলজি ইন্টারন্যাশনাল

১৫-১৭ মার্চ, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

সমুদ্রশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ তিন অংশীদার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিদ ও সরকারকে প্রতিনিধিত্বকারী পাঁচ শতাধিক প্রদর্শককে নিয়ে এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই আয়োজনে থাকছে অন-ওয়াটার ডেমোনস্ট্রেশন ও পারস্পরিক আলোচনাভিত্তিক সেমিনার। সমুদ্রশিল্পের ভবিষ্যৎ কেমন হবে এবং এর জন্য আমাদের কী ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে, সেই বিষয়টি উঠে আসবে সেমিনারে। সমুদ্রে অনুসন্ধান, নজরদারি, সমুদ্র সুরক্ষা ইত্যাদি দায়িত্বে নিয়োজিতদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক একটি আয়োজন হবে এই সেমিনার।

বিস্তারিত: https://bit.ly/3su8Ni6

এশিয়া প্যাসিফিক মেরিটাইম

১৬-১৮ মার্চ, সিঙ্গাপুর

মেরিটাইম খাতসংশ্লিষ্টদের মধ্যে আরও বেশি অংশীদারিত্ব স্থাপন ও নতুন নতুন ব্যবসায়িক সম্ভাবনা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে প্রতি দুই বছর পর এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই খাতের শীর্ষ নীতিনির্ধারকরা তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনে একত্রে বসে টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার উপায় খোঁজ করবেন। একই সঙ্গে নতুন নতুন সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করবেন তারা। বিশ্বের শীর্ষ মেরিটাইম নেশন ও এশিয়ার বাজারগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এশিয়া প্যাসিফিক মেরিটাইম।

বিস্তারিত: https://bit.ly/3thCimr

গ্রন্থ পরিচিতি

চায়না'স মেরিটাইম সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি: দ্য ইভোলিউশন অব আ গ্রোয়িং সি পাওয়ার

এডওয়ার্ড সিং ইউয়ি চ্যান

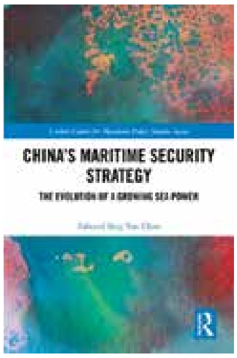

সমুদ্র নিরাপত্তা নিয়ে চীনের কৌশলগত অবস্থানের ধারাবাহিক বিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ে। এই বিবর্তনের কারণইবা কী, সেই পর্যালোচনাও করেছেন লেখক।

সমুদ্র নিরাপত্তা নিয়ে চীনের তৎপরতার ইতিহাস খুব বেশি পুরনো নয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিজেদের অধিকার ও স্বার্থের সুরক্ষা নিয়ে বেশ তৎপর হতে দেখা গেছে বেইজিংকে। এ বিষয়ে নীতিকৌশল প্রণয়ন ও পদক্ষেপ গ্রহণে চীনের অগ্রগামিতা বেশ চোখে পড়ার মতো।

সমুদ্রে শক্তি প্রদর্শনে চীন কতটা সক্ষমতা অর্জন করেছে, সে বিষয়ে জানার আগ্রহ রয়েছে সবারই। দেং শাওপিং থেকে শুরু করে শি জিনপিংয়ের শাসনামল পর্যন্ত সমুদ্র নিরাপত্তা কৌশলে বেইজিংয়ের অগ্রগামিতার সার্বিক চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে লেখক সেই আগ্রহ মেটানোর চেষ্টা করেছেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় চীনা নৌবাহিনীর সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। সমুদ্র নিরাপত্তার অন্যান্য অংশীজন, যেমন কোস্ট গার্ড বাহিনীকে দেওয়া হয়েছে বাড়তি ক্ষমতা। এসব পদক্ষেপ দেশটিকে কৌশলগত দিক থেকে কতটা সুবিধা প্রদান করেছে, সেই বিষয়ে পর্যালোচনা রয়েছে বইটিতে।

চীনে বিভিন্ন শাসনামলে জাতীয় কৌশলগত দিকনির্দেশনায় এসেছে পরিবর্তন। এই পরিবর্তন দেশটির সমুদ্র নিরাপত্তাতেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন অভিযাত্রার চার দশকে বেইজিং সমুদ্রবিষয়ক কিছু অগ্রাধিকারমূলক এজেন্ডা নির্ধারণ করেছে। এই এজেন্ডাগুলোর মধ্যে সবার প্রথমে রয়েছে আঞ্চলিক ঐক্য। এরপর রয়েছে উন্নয়ন এবং তারপর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমুদ্র-সহায়তা।

চীনের বহুমাত্রিক সমুদ্র শক্তিকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে হলে দেশটির জাতীয় রাজনীতির গতিবিধিও বুঝতে হবে। চায়না'স মেরিটাইম সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি বইটির বিষয়বস্তু তাই কেবল সমুদ্রতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং দেশটির জাতীয় অর্থনীতির ওপরও আলোকপাত করেছেন লেখক।

নৌ কৌশল, সমুদ্র নিরাপত্তা, চীনা রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে যাদের জানার আগ্রহ রয়েছে, বইটি তাদের জন্য একটি আকরগ্রন্থ হতে পারে। ২৫৬ পৃষ্ঠার চায়না'স মেরিটাইম সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি বইটির প্রকাশক রাউটলেজ। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর। বইটির হার্ডকভার সংস্করণের মূল্য ধরা হয়েছে ১২০ পাউন্ড।

আইএসবিএন: ৯৭৮০৩৬৭৭৪৫৬৪৬

মেরিটাইম ফ্যাক্ট

গ্যান্ট্রি ক্রেন

আধুনিক যুগে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহন বহুগুণ বেড়েছে। বিশেষ করে কনটেইনার পরিবহনের চাহিদা এতটাই বেড়েছে যে, ২০২১ সালে তীব্র কনটেইনার-সংকট তৈরি হয়। এই অবস্থায় কনটেইনার ও অন্যান্য পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রয়োজন বন্দরের হ্যান্ডলিংয়ে গতিশীলতা। আর এই প্রয়োজন মেটাতে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে যে যন্ত্র, তা হলো গ্যান্ট্রি ক্রেন।

গ্যান্ট্রি ক্রেন হলো দানবাকার এক ধরনের ক্রেন, যেগুলো গাড়ির যন্ত্রাংশ থেকে শুরু করে ভারী সব পণ্য জাহাজ থেকে খালাসে সাহায্য করে। এগুলো অনেকটা ওভারহেড ক্রেন বা ব্রিজ ক্রেনের মতো। উভয় ধরনের ক্রেনই স্ট্র্যাডল পদ্ধতিতে অর্থাৎ পাগুলোর মাঝখানে পণ্য তুলে স্থানান্তর করে। তবে গ্যান্ট্রি ক্রেন ও ওভারহেড ক্রেনের মধ্যে পার্থক্য হলো, গ্যান্ট্রি ক্রেনের পাগুলোর সঙ্গে চাকা লাগানো থাকে এবং সেগুলো সাধারণত একটি রেললাইন ধরে চলাচল করে। আর ওভারহেড ক্রেনের পা থাকে ফিক্সড।

গ্যান্ট্রি ক্রেন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন শিপ-টু-শোর, ফুল গ্যান্ট্রি ক্রেন, পোর্টেবল গ্যান্ট্রি ক্রেন ইত্যাদি। বেশির ভাগ কনটেইনার টার্মিনালেই শিপ-টু-শোর গ্যান্ট্রি ক্রেন ব্যবহৃত হয়। দুটি রেললাইন বরাবর এসব গ্যান্ট্রি ক্রেন পরিচালনা করা হয়।

আধুনিক যুগে কনটেইনার জাহাজগুলোর আকার ও প্রশস্ততা দুই-ই বেড়েছে। এই অবস্থায় কনটেইনার লোডিং ও আনলোডিংয়ে গতি আনার ক্ষেত্রে শিপ-টু-শোর গ্যান্ট্রি ক্রেন খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সাধারণত সময় বাঁচানোর জন্য কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের একাধিক গ্যান্ট্রি ক্রেন পেয়ার অথবা টিম আকারে ব্যবহার করা হয়। প্রথম কি গ্যান্ট্রি ক্রেন তৈরি হয়েছিল ১৯৫৯ সালে।

ফুল গ্যান্ট্রি ক্রেন ভারী প্রায় সব পণ্যই তুলতে পারে। বিশেষ করে জাহাজের ইঞ্জিন তোলার কাজে শিপইয়ার্ডগুলোয় এর ব্যবহার হয় সবচেয়ে বেশি। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী গ্যান্ট্রি ক্রেন রয়েছে চীনের ইয়ানতাই র‍্যাফলস শিপইয়ার্ডে।

রাবার-টায়ারড গ্যান্ট্রি ক্রেন হলো তুলনামূলক ছোট আকারের গ্যান্ট্রি ক্রেন, যেগুলোর চাকা রাবারের তৈরি হয়। এগুলো টার্মিনালের পণ্য স্থানান্তরে ট্রাকের বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারে।

মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব

জন ক্যাম্পবেল

ভাইস অ্যাডমিরাল জন ক্যাম্পবেল ছিলেন একাধারে ব্রিটিশ নেভাল অফিসার, নেভিগেশনাল এক্সপার্ট ও কলোনিয়াল গভর্নর। ১৭২০ সালে স্কটল্যান্ডের কার্কবিনে তার জন্ম।

সাগরের সঙ্গে জন ক্যাম্পবেলের সখ্যতা অল্প বয়সেই। তরুণ বয়সে রয়েল নেভিতে যোগ দেন তিনি। নেভির জাহাজ এইচএমএস সেঞ্চুরিয়নে করে পুরো বিশ্ব প্রদক্ষিণ করেন তিনি। পরবর্তীতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তিনি পরিচিতি পান একজন নেভিগেশনাল এক্সপার্ট হিসেবে। ১৭৮২ সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি নিউফাউন্ডল্যান্ডের গভর্নর ও সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনের শরীরে বইছিল সম্ভ্রান্ত রক্ত। তার পিতা ছিলেন কার্কবিনের একজন মন্ত্রী। অল্প বয়সে জন একটি জাহাজের মাস্টারের অধীনে শিক্ষানবিস হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। সেই জাহাজ থেকে তিনি যোগ দেন রয়েল নেভিতে। ১৭৪০ সালে সেঞ্চুরিয়ানের মিডশিপম্যান হিসেবে যোগ দেন তিনি।

১৭৪৩ সালে লেফটেন্যান্ট পদে পদোন্নতি পান জন ক্যাম্পবেল। ১৭৪৫ সালে হন কমান্ডার। ছয় মাস পর ক্যাপ্টেন হিসেবে নতুন ফ্রিগেট বেলোনার দায়িত্ব পান তিনি। ১৭৪৮ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেন তিনি। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৭৪৯ সালে জন ক্যাম্পবেল প্রশান্ত মহাসাগর অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব পান।

১৭৮২ সালে নিউফাউন্ডল্যান্ডের গভর্নর ও সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ পান জন। গভর্নর হিসেবে বেশ উদার ছিলেন জন ক্যাম্পবেল। তিনি নিউফাউন্ডল্যান্ডে সব ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের সুযোগ দেন। এজন্য নিউফাউন্ডল্যান্ডে তার জনপ্রিয়তা ছিল বেশ। ১৭৮৭ সালে জন ক্যাম্পবেল ভাইস অ্যাডমিরাল পদে পদোন্নতি পান। ১৭৯০ সালে তিনি লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর সশস্ত্র বাহিনীর জন্য একটি মাইলফলক হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর (বিএমএম) দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিতে তরুণ প্রজন্মের পাশাপাশি শিশুদেরও অনুপ্রাণিত করবে। তিনি ৬ জানুয়ারি সকালে আন্তর্জাতিক মানের স্থাপত্যকীর্তি বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর বিজয় স্মরণীর বঙ্গবন্ধু জাদুঘর প্রান্তে অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি মনে করি এটা হবে সারা পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তিনির্ভর সামরিক জাদুঘর। এখানে সেনা, নৌ এবং বিমানবাহিনীর জন্য পৃথক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকায় এখানে আগত তরুণ থেকে বয়োবৃদ্ধরা যেমন এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারবেন, তেমনি তরুণ প্রজন্ম সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানে আরও আগ্রহী হবে। আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আরও উদ্বুদ্ধ হবে। কাজেই জাদুঘরটি শুধু প্রদর্শনীর জন্যই নয়, এটা তরুণ প্রজন্মকে যেমন আকর্ষণ করবে তেমনি তাঁদের দেশপ্রেমেও উদ্বুদ্ধ করবে।

জাদুঘর থেকে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ও বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আবদুল হান্নান। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, পদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরটি বঙ্গবন্ধু নভো থিয়েটারের পশ্চিম পাশে ১০ একর জমিতে নির্মিত হয়েছে। যেখানে স্বাধীনতার আগে ও পরে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন সরঞ্জাম উপস্থাপন করা হয়েছে। জাদুঘরটিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর জন্য নির্ধারিত গ্যালারিসহ ছয়টি পৃথক অংশ রয়েছে। প্রতিটি বাহিনীর গ্যালারিতে রয়েছে বঙ্গবন্ধু কর্নার।

এখানে আর্ট গ্যালারিসহ মাল্টিপারপাস এক্সিবিশন গ্যালারি, ব্রিফিং রুম, স্যুভেনির শপ, ফার্স্ট এইড কর্নার, মুক্তমঞ্চ, থ্রিডি সিনেমা হল, মাল্টিপারপাস হল, সেমিনার হল, লাইব্রেরি, আর্কাইভ, ভাস্কর্য, ম্যুরাল, ক্যাফেটারিয়া, আলোকজ্জ্বল ঝর্ণা ও বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত প্রান্তর সবকিছু মিলে একটি চমৎকার দৃষ্টিনন্দন আবহ তৈরি করা হয়েছে।

সামরিক বাহিনীর গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে জনগণকে জানানোর জন্য বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘর ১৯৮৭ সালে মিরপুর সেনানিবাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে ঢাকার বিজয় সরণি রোডের পাশে বঙ্গবন্ধু প্ল্যানেটোরিয়ামের পশ্চিম পাশে বর্তমান অবস্থানে স্থানান্তরিত হয়।

২০২১ সালে ৩৯ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি

সদ্যসমাপ্ত বছরে নতুন মাইলফলকে পৌঁছেছে রপ্তানি খাত। ৩৯ বিলিয়ন ডলার (মোট ৩ হাজার ৯১৩ কোটি ৯৪ লাখ ডলার বা ৩৯ দশমিক ১৪ বিলিয়ন) পণ্য রপ্তানির তথ্য দিয়েছে ইপিবি। ক্যালেন্ডার ইয়ার হিসেবে এটি এ যাবতকালের মধ্যে সর্বোচ্চ।

কোভিড শুরুর বছরে ২০২০ সালে ৩ হাজার ৩৬০ কোটি ৫৩ লাখ ডলারের (৩৩ দশমিক ৬ বিলিয়ন) পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। সে হিসাবে এক বছর আগের তুলনায় এবার রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ।

রিজিওনাল মেরিটাইম কানেক্টিভিটিতে নেতৃত্ব দেবে চট্টগ্রাম বন্দর: নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

চট্টগ্রাম বন্দরের নবনির্মিত সার্ভিস জেটি উদ্বোধন করছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি

শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয়, চট্টগ্রাম বন্দর রিজিওনাল মেরিটাইম কানেক্টিভিটিতে নেতৃত্ব দেবে। পতেঙ্গা, বে টার্মিনাল ও মাতারবাড়ীসহ অনেক চ্যালেঞ্জ আছে চট্টগ্রাম বন্দরের সামনে। আমরা যদি এ চ্যালেঞ্জগুলো বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে রিজিওনাল কানেক্টিভিটিতে চট্টগ্রাম বন্দর শীর্ষে পৌঁছে যাবে। ২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নবনির্মিত সার্ভিস জেটি ও নতুনক্রয়কৃত সহায়তাকারী জলযান (টাগ বোট) কাণ্ডারি-৬ এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী। পরে তিনি বন্দরের নবনির্মিত নিউ মুরিং ওভারফ্লো কনটেইনার ইয়ার্ড ও সুইমিং কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, গতিশীল নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে, তার চালিকাশক্তি চট্টগ্রাম বন্দর। আমরা গর্ব করতে পারি চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে। অগ্রসরমান বাংলাদেশের যে মূল গেটওয়ে, সেটি চট্টগ্রাম বন্দর। করোনার মধ্যেও আমরা থেমে থাকিনি। বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকদের মধ্যে আমরা সংকল্প দেখেছি।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান বলেন, করোনা অতিমারির মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে যুগান্তকারী নির্দেশনা আমাদের দিয়েছেন, সেটি বাস্তবায়নে আমরা আত্মনিয়োগ করেছিলাম। সে দর্শন ছিল 'জীবন এবং জীবিকা'র সাথে সমন্বয় করে আমাদের অপারেশনাল কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে, দেশের অর্থনীতির কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে হবে। আমরা তাঁর সে দর্শনকেই মূলমন্ত্র ধরেই মহামারির মধ্যে বন্দরকে ২৪ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৭ দিন সচল রেখেছি, ফলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি। সারা বিশ্ব যেখানে স্থবির হয়েছিল, পণ্য পরিবহন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেখানে চট্টগ্রাম বন্দর এক মিনিটের জন্যও বন্ধ হয়নি।

চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান আরও বলেন, সদ্য শেষ হওয়া বছরে আমরা কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে ১৩৫ বছরের ইতিহাস ভঙ্গ করেছি। আমরা রেকর্ড সংখ্যক ৩২ লাখ ১৪ হাজারের বেশি কনটেইনার হ্যান্ডলিং করেছি। কার্গো হ্যান্ডলিং হয়েছে ১১ কোটি ৫০ লাখ মেট্রিক টনের বেশি। এ ছাড়া রেকর্ড সংখ্যক ৪ হাজার ২০৯টি জাহাজ হ্যান্ডলিং করেছি আমরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের চন্দনাইশের সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম চৌধুরী সহ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে ৬ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানস্থলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও তিন বাহিনীর প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন

চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রথম ছয় মাসের সার্বিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধিও এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ বলছেন রপ্তানিকারকরা।

এ ছাড়া করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই গেল ডিসেম্বরে রেকর্ড ৪৯১ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। একক মাস হিসেবে দেশের ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ রপ্তানি। ২০২০ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় এই আয় ৪৮ শতাংশ বেশি। ডিসেম্বরে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় রপ্তানি বেশি হয়েছে ২৫ শতাংশেরও বেশি। আগের বছরের ডিসেম্বরের তুলনায় এ আয় ১৬০ কোটি ডলার বেশি। আগের ডিসেম্বরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৩১ কোটি ডলার।

বছরের শেষ ছয় মাস জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৪৭০ কোটি ডলারে। এ আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৬ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৮ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের এই সময়ে রপ্তানি হয়েছে ১ হাজার ৯২৩ কোটি ডলার। অর্থাৎ ছয় মাসের ব্যবধানে ৫৪৭ কোটি ডলার রপ্তানি বেশি হয়েছে।

ঢাকার মতো চট্টগ্রামেও হবে মেট্রোরেল

ঢাকার মতো চট্টগ্রামেও মেট্রোরেল করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চট্টগ্রামের বিমানবন্দর থেকে রেলস্টেশন পর্যন্ত মেট্রোরেলের রুট করার কথা বলেছেন তিনি। ৪ জানুয়ারি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, চট্টগ্রামের পাশাপাশি সব বড় শহরেও ধাপে ধাপে মেট্রোরেল করা হবে।

একনেক বৈঠক শেষে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'অন্য বড় শহরেও মেট্রোরেল করার কথা বলেছেন তিনি। মেট্রোরেল প্রকল্প নিয়ে এলে আমরা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে উৎসাহ দেব।'

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনামন্ত্রী আরও বলেন, 'আমাদের অনেক সময় প্রকল্পে একাধিকবার সংশোধন করতে হয়। এটার জন্য আমরা ঠিকাদার ও গণপূর্ত অধিদপ্তরকে বকা দিই। কিন্তু যে পরামর্শকের মাধ্যমে নকশা হলো, তারা আড়ালে থেকে যায়। তাদেরও জবাবদিহির আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।'

সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম বলেন, এ বছর তিনটি মেগা প্রকল্প উদ্বোধন করা হবে। পদ্মা সেতু জুনে, কর্ণফুলী টানেল অক্টোবর ও মেট্রোরেল (রুট-৬) ডিসেম্বর চালু হবে। তিনটি প্রকল্প চালুর পর জিডিপিতে বাড়তি ১ দশমিক ৫ থেকে ২ শতাংশ যোগ হবে।

আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়ে রপ্তানি নীতির খসড়া অনুমোদন

তিন অর্থবছরের মধ্যে রপ্তানি আয় বাড়িয়ে আট হাজার কোটি ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নতুন রপ্তানি নীতির খসড়া অনুমোদন দিয়েছে অর্থনৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি অর্জন করতে হলে গত অর্থবছর থেকে পরবর্তী তিন অর্থবছরে রপ্তানি আয় বাড়িয়ে এখনকার চেয়ে দ্বিগুণের বেশি করতে হবে। ১২ জানুয়ারি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে রপ্তানি নীতির খসড়া অনুমোদনের বিষয়ে জানান অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

অর্থমন্ত্রী বলেন, নতুন রপ্তানি নীতিতে সম্ভাবনাময় কিছু নতুন পণ্য ও সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে কীভাবে রপ্তানি বাণিজ্য বাড়ানো সম্ভব, সেটিও রয়েছে নতুন নীতিতে। স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কর্মকৌশল প্রণয়নের বিশদ বিবরণও রয়েছে এতে।

ভবিষ্যতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ও ফ্রিল্যান্সিংসহ সেবা খাতে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, নতুন রপ্তানি নীতিতে 'মেড ইন বাংলাদেশ' ধারণা জোরদারের কথা বলা হয়েছে। এতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া খাতগুলো হচ্ছে অধিক মূল্য সংযোজিত তৈরি পোশাক ও ডেনিম; কৃত্রিম তন্তু, গার্মেন্ট অ্যাকসেসরিজ, ওষুধ, প্লাস্টিক, জুতা, পাটজাত পণ্য, কৃষিপণ্য, হালকা প্রকৌশল, আসবাব ইত্যাদি।

বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিকস, সিরামিক, হিমায়িত মাছ, প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং, রাবার, রেশম, হস্ত ও কারুপণ্য ইত্যাদি। আর রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকায় রয়েছে পাটবীজ, চাল (সুগন্ধি ছাড়া), আগ্নেয়াস্ত্র, পুরাতাত্ত্বিক বস্তু, মনুষ্য কঙ্কাল, ডাল, পেঁয়াজ, রসুন, আদা ইত্যাদি।

চকরিয়া থেকে মাতারবাড়ী রেললাইন নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই ও নকশা প্রণয়ন শেষ

প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে কক্সবাজারের চকরিয়া থেকে মাতারবাড়ী পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র টার্মিনাল থেকে সরাসরি রেলপথে কনটেইনার ঢাকায় আইসিডিতে পরিবহন করা যাবে। প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি শেষে নকশা প্রণয়নের কাজও শেষ করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্রের সঙ্গেও যুক্ত হবে এই রেলপথ।

ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার ডাবল লাইন ডুয়েল গেজ নির্মাণ সমীক্ষা প্রকল্পের পরিচালক এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালক (প্রকৌশল) মো. আবিদুর রহমান জানান, চকরিয়া থেকে মাতারবাড়ী পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণের ফিজিবিলিটি স্টাডি শেষ হয়েছে। প্রকল্পের নকশাও তৈরি হয়ে গেছে।

তিনি জানান, এই প্রকল্পে সাড়ে ৪০০ একর জমির দরকার। ২৬ কিলোমিটারের মধ্যে দুটি বড় নদী ও কয়েকটি খাল আছে। তাই ১১ কিলোমিটার অ্যালিভেটেড করতে হবে। প্রাথমিকভাবে প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩ হাজার কোটি টাকা।

পণ্য পরিবহনে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন বাড়ানোর আহ্বান বিজিএমইএর

রেলমন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজনের সাথে বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেছে সম্প্রতি। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনটির সহসভাপতি মিরান আলী, পরিচালক আসিফ আশরাফ ও ব্যারিস্টার বিদ্যা অমৃত খান। সাক্ষাৎকালে বিজিএমইএ সভাপতি আমদানি-রপ্তানি পণ্য পরিবহনের সুবিধার্থে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

এ ছাড়া বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ পোশাক কারখানার মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারীদের যাতায়াত সহজতর করার জন্য ঢাকা-শ্রীপুর রুটে বিশেষ শাটল ট্রেন চালুর জন্য রেলমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান। এ সময় বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে একটি ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো (আইসিডি) নির্মাণের ওপর জোর দিয়ে বলেন, এতে ভারত থেকে আমদানীকৃত তুলা ও সুতা পরিবহন সহজ হবে।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন রেলওয়ে সচিব ড. মো. হুমায়ুন কবীর।

পায়রা বন্দর ভবিষ্যতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি বলেছেন, যে লক্ষ্য নিয়ে পায়রা বন্দর নির্মাণ করা হয়েছে, সে লক্ষ্যে এর কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। পায়রা বন্দর কয়লাবাহী জাহাজের পাশাপাশি অন্যান্য পণ্যবাহী জাহাজ হ্যান্ডলিং করবে। পায়রা বন্দর ভবিষ্যতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার ফলে দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর পায়রা বন্দর আজ নতুন সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী ১৯ জানুয়ারি ঢাকায় হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে পায়রা বন্দরের জন্য দুটি টাগবোট নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পরিচালনাধীন খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডের সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, পায়রা বন্দর এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করেছে। সামগ্রিক সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধনে সহায়ক হবে। পায়রা বন্দর ঘিরে ইতিমধ্যে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে। সেখানে জাহাজ নির্মাণ শিল্পপ্রতিষ্ঠান, শেখ হাসিনা ক্যান্টনমেন্ট, দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ও নৌঘাটি নির্মিত হচ্ছে। কুয়াকাটায় পর্যটনের হাব রয়েছে। পায়রায় বিদ্যুতের নতুন হাব হবে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত ১২ বছরে দেশে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলব।

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী এবং খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এম শামসুল আজিজ।

খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড ১৮ মাসে টাগবোট দুটি নির্মাণ করবে। ৭০ টন বোলার্ড পুলবিশিষ্ট দুটি টাগবোট নির্মাণে ব্যয় হবে ১৩৫ কোটি টাকা। টাগবোট দুটির প্রতিটির দৈর্ঘ্য ৩৭ দশমিক ৭০ মিটার, প্রস্থ ১১ মিটার, ড্রাফট ৫ মিটার এবং টনেজ ২৮০ টন। টাগবোট দুটির প্রতিটিই এককভাবে একটি বাণিজ্যিক জাহাজকে ভেড়াতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ, বাণিজ্যিক জাহাজকে অগ্নিনির্বাপণে সহায়তা করা, দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজকে টেনে নিরাপদে নিয়ে আসা, উত্তাল সমুদ্রে পাইলট স্থানান্তরে সহায়তা করাসহ নানাবিধ অত্যাবশ্যকীয় কাজে টাগবোট ব্যবহার হবে। এতে পায়রা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সুলতান আব্দুল হামিদ।

মোংলা-ঘষিয়াখালী আন্তর্জাতিক নৌরুট এখন 'বঙ্গবন্ধু ক্যানেল'

বাগেরহাটের একমাত্র আন্তর্জাতিক নৌপ্রটোকল রুট মোংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাম পরিবর্তন করে 'বঙ্গবন্ধু মোংলা-ঘষিয়াখালী (বিএমজি) ক্যানেল' করা হয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ আমিনুর রহমান স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালে দেশের নদীপথের গুরুত্ব বিবেচনায় মোংলা-ঘষিয়াখালী ক্যানেলটি খনন করেছিলেন। নাব্যতা সংকটে ক্যানেলটি ২০১০-১৫ পর্যন্ত বন্ধ ছিল। মোংলা বন্দরকে সচল রাখতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ক্যানেলটির নাব্যতা রক্ষায় ক্যাপিটাল ড্রেজিং করা হয়। পরে আবার ক্যানেলটি সচল হয়। ২০১৬ সালের ২৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ক্যানেলটি উদ্বোধন করেন।

মোংলা ঘষিয়াখালী চ্যানেলটির দৈর্ঘ্য ২৬ কিলোমিটার। গড় প্রস্থ ২৫০ থেকে ৩০০ ফুট। ভাটার সময় এ চ্যানেলের গভীরতা ১৬ ফুট। ২০১৬ সালের ২৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত চ্যানেলে ২ লক্ষাধিক নৌযান চলাচল করেছে।

পদ্মা সেতু আমাদের অহংকার ও মর্যাদার জায়গায় নিয়ে গেছে

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি বলেছেন, পদ্মা সেতুর কানেক্টিং পয়েন্ট কমলাপুর ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপোতে (আইসিডি) সংযুক্ত হলেও আইসিডি পরিচালনায় সমস্যা হবেনা। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে আইসিডি অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা হলেও শ্রমিকদের কাজের সমস্যা হবে না। আমরা আরও আইসিডি প্রতিষ্ঠা করব। সে সক্ষমতা আমাদের রয়েছে।

২২ জানুয়ারি ঢাকায় কমলাপুর ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপোতে (আইসিডি) চট্টগ্রাম বন্দর আয়োজিত আইসিডির মেট শ্রমিক ও দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান, ডেপুটি ট্রাফিক ম্যানেজার (আইসিডি) আহমেদুল করিম এবং আইসিডি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি তুষার খান বাবুল। অনুষ্ঠানে ২৭০ জনকে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, পদ্মা সেতু একটি আত্মমর্যাদার নাম, একটি সাহসের নাম, বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার নাম। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ অহংকারের বিজয় অর্জন করেছে। সে বিজয় এবং অহংকার; অন্ধকারে হারিয়ে যায় স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর বাংলাদেশ বিবর্ণ হয়ে যায়। সারা বিশ্বে পরিচয় পায় ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বন্যাকবলিত বাংলাদেশ। দেশে দারিদ্র্য বিক্রি করে বিভিন্ন জন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; নোবেল পুরস্কার পেয়েছে অথচ বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। দারিদ্র্য বিমোচন হয়নি। ৭৫-এর পর পদ্মা সেতু আমাদের অহংকার ও মর্যাদার জায়গায় নিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাংককে চ্যালেঞ্জ করে পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতি দেখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী চক্রান্ত করছে। ষড়যন্ত্র হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েও বাংলাদেশের বিজয় আটকাতে পারেনি। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি মার্কিন-ব্রিটিশ বেনিয়াদের সহ্য হচ্ছে না। তারা টেনে ধরার ষড়যন্ত্র করছে। ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। ষড়যন্ত্রকারীরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীদের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। অপপ্রচার চালিয়ে অগ্রগতি থামানো যাবে না। আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু সংকট নেই। ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ২৪তম অর্থনৈতিক উন্নয়নের দেশ হবে।

বার্থিং মনিটরিং সিস্টেমে তথ্য হালানাগাদে শিপিং এজেন্টদের চিঠিতে

চট্টগ্রাম বন্দরের অনলাইন বার্থিং মনিটরিং সিস্টেমে নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করতে সকল শিপিং এজেন্ট প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জানিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। ২৩ জানুয়ারি বন্দরের ডেপুটি কনজারভেটর স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে শিপিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিকে এ অনুরোধ জানানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম বন্দরের অনলাইন বার্থিং মনিটরিং সিস্টেম স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী লকডাউনের সময় থেকে বন্দর ভবনে প্রতিদিনকার বার্থিং মিটিংয়ের পরিবর্তে শিপিং এজেন্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ কার্যালয় থেকে অনলাইনে বার্থিং সিস্টেমে তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে বার্থিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে শিপিং এজেন্টসমূহ অনলাইনে নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করছে না। এতে বার্থিং কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে।

শিপিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠিতে সকল সদস্য শিপিং এজেন্ট প্রতিষ্ঠানকে অনলাইন বার্থিং মনিটরিং সিস্টেমে নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও বলা হয়েছে।

জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনে সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রস্তাব

পটুয়াখালীতে পায়রা বন্দরের পাশে একটি আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণ কারখানা (শিপইয়ার্ড) করতে চায় সিঙ্গাপুর, নেদারল্যান্ডস ও অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক দুটি প্রতিষ্ঠান। জাহাজ নির্মাণ কারখানা তৈরিতে দুটি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে বাংলাদেশে ১৫৮ কোটি ডলার বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা দাঁড়ায় ১৩ হাজার ৪৩০ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠান দুটি হলো সিঙ্গাপুর ও অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক জেন্টিয়াম সলিউশন ও ডাচ প্রতিষ্ঠান ডামেন শিপইয়ার্ড গ্রুপ। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে এটিই হবে সর্বোচ্চ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই)।

ঢাকায় হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে ১৯ জানুয়ারি পায়রা বন্দরের জন্য দুটি টাগবোট নির্মাণের লক্ষ্যে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী

ছবিতে সংবাদ

২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দরের নবনির্মিত সুইমিং কমপ্লেক্স উদ্বোধন করছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি

কমলাপুর আইসিডিতে ২২ জানুয়ারি শ্রমিক ও শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি

৯ জানুয়ারি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কাপ অনূর্ধ্ব-১৫ টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি ৯ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি ও দূতাবাসের কর্মকর্তারা ৯ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে দ্বিপক্ষীয় বিষয়ে মতবিনিময় করেন

২৪ জানুয়ারি শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সাথে সাক্ষাৎকালে জেন্টিয়াম সলিউশনসের উপদেষ্টা কায়কোবাদ হোসেন এবং ডামেন গ্রুপের নেভাল প্রকল্পের ঊর্ধ্বতন পরিচালক ইফ ভ্যান ডেন ব্রোয়েক ও ডামেন শিপইয়ার্ডসের এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিচালক রাবিয়েন বাহাদুরের এ বিষয়ে প্রস্তাব দেন। এ সময় শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা, জেন্টিয়ামের সহ-উপদেষ্টা সাইদুর রহমান সেলিম, জেন্টিয়ামের কারিগরি প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আরিফ আহমেদ চৌধুরী, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফায়েজুল আমীন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকার 'জাহাজ ক্রেতা জাতি' থেকে 'জাহাজ নির্মাণকারী জাতি' হতে চায়। প্রধানমন্ত্রী পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ মেরামত শিল্প গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন। বিশ্বমানের জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনে সরকার সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করবে।

পটুয়াখালীর পায়রা বন্দরের কাছে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত একটি প্রকল্প। ২০১৪ সালে পটুয়াখালী সফরের সময় তিনি এখানে শিপইয়ার্ড নির্মাণের ঘোষণা দেন। ২০১৫ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে তিনি এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয় এটিকে অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। পায়রা বন্দরসংলগ্ন এলাকায় এ প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১০১ একর জমির সংস্থান করে রেখেছে।

ফেব্রুয়ারি থেকে ইউরোপে সরাসরি পণ্য রপ্তানি শুরু

চট্টগ্রাম বন্দর ও ইউরোপের দেশ ইতালির রেভেনা বন্দরের সাথে শুরু হচ্ছে সরাসরি কনটেইনার জাহাজ চলাচল। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে চট্টগ্রাম থেকে প্রায় ১ হাজার টিইইউ রপ্তানি পণ্য নিয়ে ইতালির রেভেনা বন্দরের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে এই রুটের প্রথম জাহাজ 'সোঙ্গা চিতা'।

প্রাথমিকভাবে দুটি জাহাজ ২৫ দিন পর পর চট্টগ্রাম থেকে রপ্তানি পণ্য পরিবহন করবে। এতে শিপিংয়ের খরচ ও সময় কমবে। খরচ কমবে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে। ফলে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান আরও দৃঢ় হবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।

রপ্তানি পণ্য নিয়ে মাত্র ১৬ দিনের মাথায় চট্টগ্রাম থেকে ইতালি পৌঁছাবে জাহাজটি। বর্তমানে বিভিন্ন ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর হয়ে যেমন সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার পোর্ট ক্ল্যাং, শ্রীলংকার কলম্বো পোর্ট হয়ে ইউরোপ পৌঁছাতে সময় লাগে প্রায় ৪০ দিন। নতুন রুটে জাহাজ চলাচল শুরু হওয়ায় পণ্য পৌঁছাতে সময় কমবে ২০ থেকে ২৪ দিন। ব্যয় কমবে প্রায় ৪০ শতাংশ।

ইতালিয়ান শিপিং কোম্পানি ক্যালিপসো কোম্পাজনিয়া ডি নেভিগ্যাজোনে এসপিএ দুটি কনটেইনার জাহাজ সোঙ্গা চিতা ও কেপ ফ্লোরেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য পরিবহন করবে।

কেপ ফ্লোরেস জাহাজটি মার্শাল আইল্যান্ডের পতাকাবাহী জাহাজ। এটির ড্রাফট ৮ দশমিক ৬৬ মিটার। কনটেইনার ধারণক্ষমতা ১ হাজার ২০০ টিইইউ। দৈর্ঘ্য ১৫৪ দশমিক ৪৭ মিটার এবং প্রস্থ ২৫ দশমিক ১৯ মিটার।

এর আগে কেপ ফ্লোরেস খালি কনটেইনার নিয়ে ২৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছিল, ফিরতি পথে এটি কোনো রপ্তানি পণ্য নিয়ে যায়নি।

বর্তমানে ইতালিভিত্তিক কনটেইনার জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ইউরোপের রটারড্যাম, এনটোয়ার্প ও হামবুর্গের মতো মূল বন্দরে যাওয়ার আগে ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর হয়ে যায়। সেখান থেকে তাদের আবার ইতালি যেতে হয়।

তিন স্থলবন্দরের উন্নয়নে কাজ করতে চায় বিশ্বব্যাংক

আঞ্চলিক বাণিজ্য বাড়াতে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানকে নিয়ে চার দেশীয় যোগাযোগ (বিবিআইএন) পরিকাঠামো গড়ে তোলার যে উদ্যোগ রয়েছে, সেটিতে এখন যুক্ত হতে চাইছে বিশ্বব্যাংক। ওয়াশিংটনভিত্তিক এই ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানটি বলছে, তারা চার দেশীয় বাণিজ্যের ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে বাংলাদেশের তিনটি স্থলবন্দরকে নির্বাচন করেছেন। এই বন্দরগুলোকে অবকাঠামো আধুনিকীকরণ, ডিজিটালাইজেশন ও পেপারলেস বাণিজ্যের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে চান। বিশ্বব্যাংকের উল্লেখিত তিন স্থলবন্দর হচ্ছে; বেনাপোল, ভোমরা এবং বুড়িমারী।

'বিবিআইএন-এর আঞ্চলিক পরিবহন ও বাণিজ্য সুবিধা বৃদ্ধি (প্রথম পর্যায়)' নামের একটি কর্মসূচির আওতায় বিশ্বব্যাংক এই বন্দরগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নে যুক্ত হতে চাইছে। এ জন্য তারা ৭৫০ মিলিয়ন (৭৫ কোটি) মার্কিন ডলারের প্রকল্প প্রস্তাব দিয়েছে।

আর্কটিকে জাহাজ চলাচল বৃদ্ধি: পরিবেশের জন্য হুমকি

গত বছর আর্কটিক অঞ্চলে জাহাজ চলাচল প্রায় পাঁচ শতাংশ বেড়েছে। এতদিন নর্দার্ন সি রুটে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ চলাচলের অনুমতি থাকলেও বাড়তি চাহিদার কথা মাথায় রেখে তা সারা বছর চালু রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের গতিশীলতার জন্য বিষয়টি ইতিবাচক হলেও আর্কটিক অঞ্চলের পরিবেশগত সুরক্ষার জন্য একে হুমকি হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

আর্কটিকের পরিবেশগত অস্থিতিশীলতা

বিশ্বের বাকি অঞ্চলের তুলনায় তিন গুণ দ্রুতগতিতে উষ্ণ হয়ে উঠছে আর্কটিক অঞ্চল

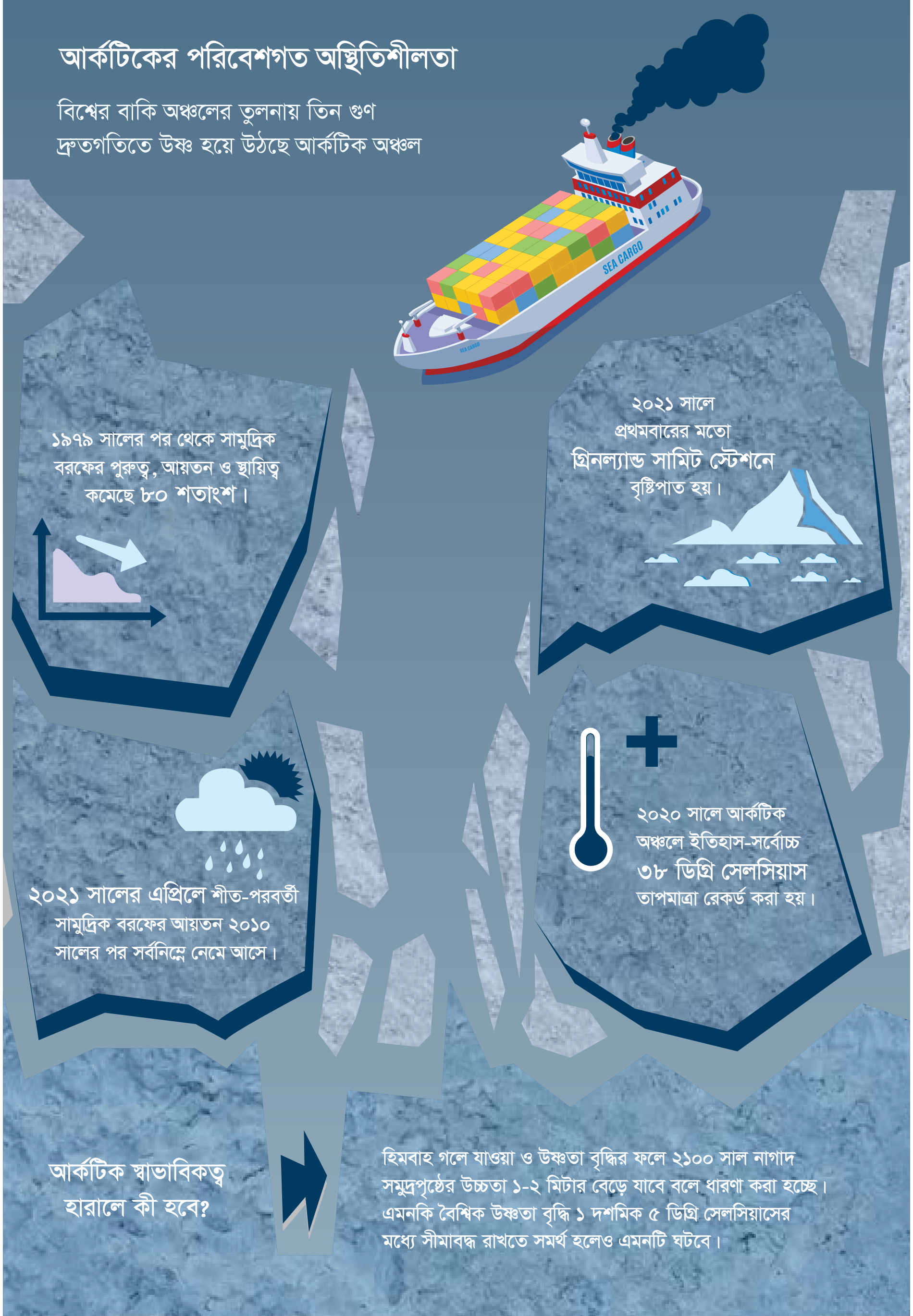

১৯৭৯ সালের পর থেকে সামুদ্রিক বরফের পুরুত্ব, আয়তন ও স্থায়িত্ব কমেছে ৮০ শতাংশ।

২০২১ সালে প্রথমবারের মতো গ্রিনল্যান্ড সামিট স্টেশনে বৃষ্টিপাত হয়।

২০২১ সালের এপ্রিলে শীত-পরবর্তী সামুদ্রিক বরফের আয়তন ২০১০ সালের পর সর্বনিম্নে নেমে আসে।

২০২০ সালে আর্কটিক অঞ্চলে ইতিহাস-সর্বোচ্চ ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।

আর্কটিক স্বাভাবিকত্ব হারালে কী হবে?

হিমবাহ গলে যাওয়া ও উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১-২ মিটার বেড়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এমনকি বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে সমর্থ হলেও এমনটি ঘটবে।

সমুদ্র পরিবহন খাতকে অবশ্যই কার্বন ডাই-অক্সাইড ও ব্ল্যাক কার্বন নিঃসরণ এবং আর্কটিকের ওপর এর প্রভাব কমাতে হবে।

২০২১ ও ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসের তুলনামূলক চিত্র

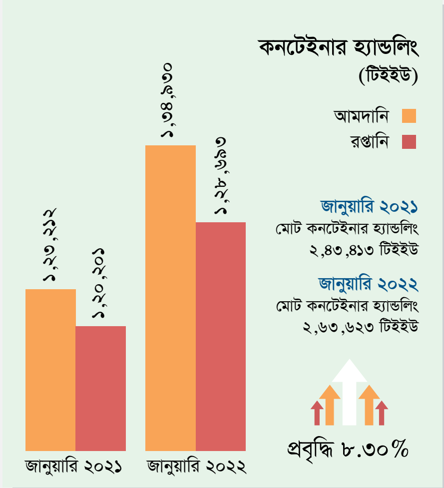

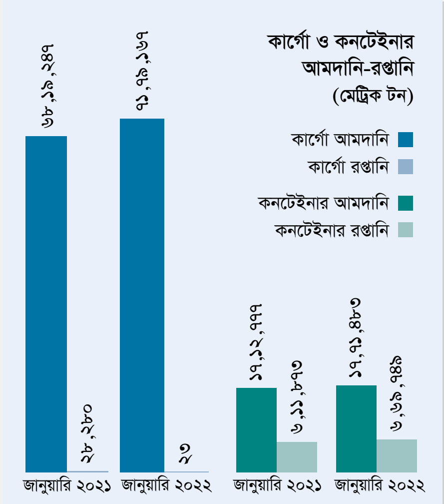

তথ্যযোগ

১. *নজরুল ইসলাম*
পরিবহন কর্মকর্তা, পরিবহন বিভাগ

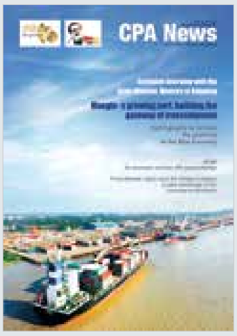

MARITIME MAGAZINE IN ENGLISH FROM CPA

Request for your hardcopy:
enlightenvibes@gmail.com
or find in online:
https://issuu.com/enlightenvibes

BANDARBARTA
a monthly maritime magazine by
Chittagong Port Authority